Durga Puja : 1994

PUJARI : Atlanta : IACA : October 8 & 9, 1994

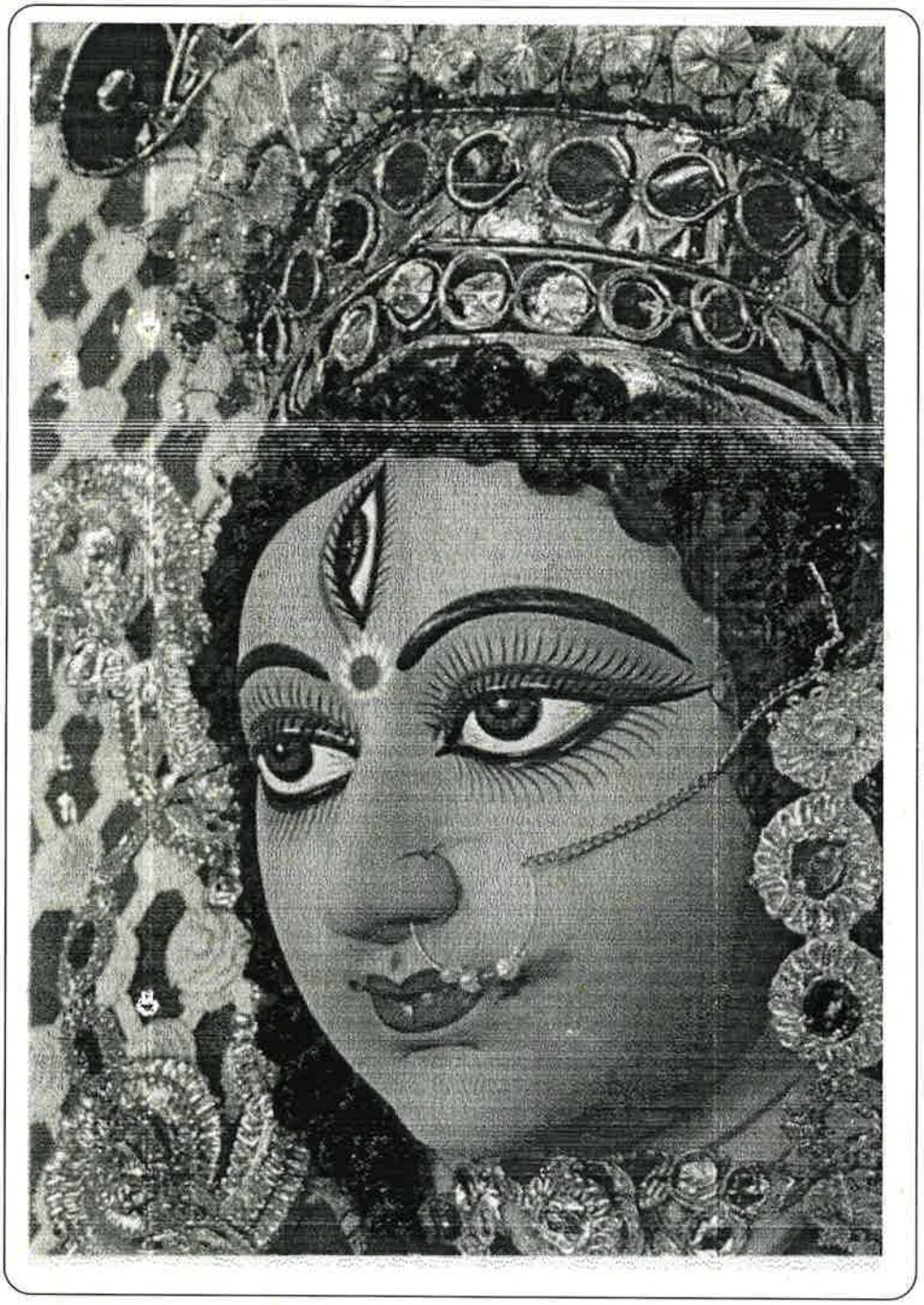

পূজারী

শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা

২১-২২ আশ্বিন ১৪০১

চণ্ডী থেকে

দেবী তুমি মহাদেবী ; প্রণমি তোমাকে,
প্রণমি মা শিবারূপ স্মরিয়া সতত।
প্রকৃতিরূপাকে নমি প্রণমি ভদ্রাকে
পরমারূপিণী মাকে প্রণমি নিয়ত।

নমি রৌদ্ররূপিণীকে নমি সে নিত্যাকে
গৌরী আর ধাত্রীমাকে জানাই প্রণাম।
পুনশ্চ প্রণাম করি জ্যোৎস্না চন্দ্রমাকে,
সদা নমি তোমা জানি সর্বসুখধাম।

কল্যাণ সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্য্যরূপাকে,
লোকপালকের লক্ষ্মী, শিবশক্তি আর
অলক্ষ্মীরূপেও দেবি ; জানিয়া তোমাকে,
প্রণাম তোমায় মোরা করি বারবার।

Pujari Durga Puja
Brochure - 1994

পূজারীর দুর্গা পূজা
পুস্তিকা - ১৪০১

Editors:
Jayanti Lahiri
Rekha Mitra
Samar Mitra
Suzanne Sen

সম্পাদক:
জয়ন্তী লাহিড়ী
রেখা মিত্র
সমর মিত্র
সুজ্যান সেন

Computer Typing:
Amitava Sen
Rekha Mitra
Suzanne Sen

কম্পিউটার মুদ্রণ:
অমিতাভ সেন
রেখা মিত্র
সুজ্যান সেন

Cover, and Brochure Design:
Amitava Sen
Asok Basu

প্রচ্ছদ, এবং পুস্তিকা ডিজাইন্:
অমিতাভ সেন
অশোক বসু

Computer Software & Fonts:
Printed using "Sampadak" Multilingual Word Processor written & published by Amitava Sen; and miscellaneous other scanning, graphics, and word processing software.

কম্পিউটার সফ্টওয়ার ও লিপি:
অমিতাভ সেন রচিত "সম্পাদক" বহুভাষী ওয়ার্ড প্রসেসর দ্বারা মুদ্রিত। এ ছাড়া বিবিধ স্ক্যান, গ্রাফিক্স, ও ওয়ার্ড প্রসেসর সফ্টওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

Production:
Asok Basu

প্রতিলিপি:
অশোক বসু

Published by:
Pujari
4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360

tel: (404) 451-8587

প্রকাশনা:
পূজারী

সূচীপত্র - Contents

রচনা (Articles)

Samar Mitra - স্বং স্বাহা, স্বং স্বধা 4
Sabyasachi Gupta - দেশে ও এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা: একটি মধুর অভিজ্ঞতা 7
Sabyasachi Gupta - World of Public Transit Systems and Rail Roads 24
Jayanti Lahiri - Yes, It Is a Big THANK YOU 29

কবিতা (Poetry)

Sutapa Das - অর্পণ, চিরন্তন 20
Ratna Das - উপলব্ধির আলো 21
Susmita Mahalanobis - মায়ের স্মরণে 21
মিট্ মিট্, জল না পানি 22
Pranab K. Lahiri - Early Evening 30
Yasho Lahiri - Untitled 1, Untitled 2 30

গল্প (Stories)

Rekha Mitra - কমলা বৌদি 12
Shyamoli Das - মুক্ত বিহঙ্গ 18

অঙ্কন (Drawings)

Rekha Mitra - 1,17,20,21,22
Chaitali Basu - 23
Mimi Sarkar - 41

ছোটদের থেকে (From the younger set)

Nandini Banik - My Own Paradise 31
Rajarshi Gupta - Confidence (poem) 32
Sandipan Mitra - (drawing) 19
Marjorie Sen - (2 drawings) 32, 33
Joe Bhaumik - Cake (poem) 32
Priyanka Mahalanobis - What It's Like in Japan (poem) 32
Pia Basu - The Three Little Butterflies (poem) 34
When my stuffed animals Came to Life 35
Rahul Basu - Birds of Prey 36
(2 drawings) 35, 37

বিবিধ (Miscellaneous)

Entertainment program - 38
Special thanks - 40
Statement of accounts - 40
Directory of Members - End

Puja Program: Saturday, October 8, 1994:

Puja - 10 am, Anjali - 12 noon, Prosad - 1 pm,
Entertainment - 4 pm, Arati - 8 pm, Prosad - 9 pm;

Sunday, October 9, 1994:

Puja - 10 am, Anjali - 12 noon, Prosad - 1 pm

ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা

সমর মিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে মধু আর কৈটভ নামে দুটি অসুরের ভয়ে ভীত হয়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মার মহাদেবীর স্তব করার বর্ণনা আছে। সেই পরিস্থিতির একটা ছবি এঁকেছেন চণ্ডীর রচয়িতা মার্কণ্ডেয় মুনি, যার বর্ণনা তিনি শোনাচ্ছেন মেধাঋষির মুখ দিয়ে। একটি কল্পের অবসানে সব বিলীন হয়ে বিশ্ব তখন জলমগ্ন - স্থল বলে কিছু নেই - সেই মহাসমুদ্রে শেষনাগকে শয্যা করে জগৎস্বামী বিষ্ণুও যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। ব্রহ্মা বসে আছেন বিষ্ণুর নাভিকমলে, এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল বা কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুটি অসুরের সৃষ্টি হল। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তারা ব্রহ্মাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এগোতে লাগল। আত্মরক্ষার জন্যে ব্রহ্মা বিষ্ণুর আশ্রয় নিতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে পারলেন না। তখন বিষ্ণুকে জাগাবার জন্যে তিনি যোগনিদ্রারূপিনী মহামায়ার শরণাপন্ন হলেন। সেই শরণাগতির অবস্থাই প্রকাশ পেয়েছে কয়েকটা শ্লোকে, যার সুরু হল ত্বং স্বাহা (চণ্ডী ১:৭৩) দিয়ে।

একটি কল্প শেষ হয়ে অপর একটি সুরু হবার সময়ের কাহিনী এটা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি নিয়ে হল একটি চতুর্যুগ। এইরকম একহাজারটি চতুর্যুগে ব্রহ্মার একটি দিন। শাস্ত্রকারেরা একেই কল্প বলেছেন। ব্রহ্মার একটি রাত্রিরও দৈর্ঘ্য ঐ এক কল্প। দিন রাত্রিরও মানুষী বর্ণনা অনুযায়ী দেবতারা দিনে জেগে থাকেন আর রাত্রে ঘুমোন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যখন সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত সেই সময় বিষ্ণু তার রক্ষার আর মহেশ্বর ধ্বংসের কাজ করে যান কারন সৃষ্টি, স্থিতি আর লয়কার্য্য একই সঙ্গে চলেছে। তাহলে ব্রহ্মার কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ রাত সুরু হলে সবারই ছুটি। তাই এই ঘটনাটির সময় ব্রহ্মা যখন সবে জেগেছেন বিষ্ণু তখন নিদ্রিত। সে সময় জগৎ বলে কিছু নেই, সব ধ্বংস হয়ে সূক্ষ্ম বীজের অবস্থায় রয়েছে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কারন হিসেবে। যেমন সৃষ্টির সময়ে, তেমনি প্রলয়ে সেই বীজসমষ্টি গচ্ছিত রয়েছে বিষ্ণুর কাছে। স্থিতি বা পালনী শক্তির প্রয়োজন নেই তখন - তাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার অবসর পেয়েছেন তিনি। চণ্ডীর এই পর্বে প্রলয়ের কর্ত্তা মহেশ্বরের উল্লেখ নেই, হয়তো অন্যত্র তিনিও নিদ্রাসুখ অনুভব করে চলেছেন।

আমরা যে ঘুমোই বা ঘুমোতে পারি তার পেছনে একটা দিব্য শক্তি কাজ করছে। ঋষিরা এটিকে বুঝতে পেরেছিলেন এক মহাশক্তির নামান্তররূপে। বুঝি বা না বুঝি সেই শক্তির সহযোগিতা না পেলে আমরা ঘুমোতে পারি না আবার জাগতেও পারি না। লক্ষনীয় হল যে চণ্ডীর ঋষি বিষ্ণুর নিদ্রাকে সাধারণ মানুষী নিদ্রা না বলে যোগনিদ্রা বলেছেন। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হল যে মানুষী নিদ্রায় মন মৃতের মত চাঞ্চল্যহীন, আর যোগনিদ্রায় মন ইষ্টযুক্ত হয়ে সমাহিত। স্বভাবতই যে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষী নিদ্রার অবসান ঘটে বা ঘটানো যায় সেগুলি যোগনিদ্রাজনিত সমাধিভঙ্গের অনুকূল নয়। ব্রহ্মা তাই সেই দেবীর স্তুতি করতে লাগলেন যিনি শ্রীহরির অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছেন। দেবীকে হরিনেত্রকৃতালয়া (হরির নেত্রে যিনি অধিষ্ঠান করছেন) বলে এই অবস্থাটির অনুপম একটি বর্ণনা দিয়েছেন ঋষি।

খুঁটিয়ে দেখতে গেলে ঘটনাটির সত্যতা ইত্যাদির প্রশ্ন অবান্তর। তবে চণ্ডীর কয়েকজন ভাষ্যকারের এই কাহিনীগুলিকে রূপকভিত্তিক বলে ব্যাখ্যা করার দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মধু আর কৈটভ নামে এই দুটি দৈত্যকে যথাক্রমে আনন্দ আর বহুত্বের পরিচায়ক বলে কেউ কেউ বলেছেন। ব্যাপারটা হল যে মানুষ অবিরাম মধু বা আনন্দের অনুসন্ধান করে চলেছে কৈটভ (কীটবৎ ভাতি) বা গাদা গাদা কীটের অর্থাৎ বহুর মধ্যে। তেমনি কর্ণ হল শব্দ বা আকাশ অথবা সূক্ষ্মের প্রতীক। সূক্ষ্ম থেকেই স্থূল বা জড়ের সৃষ্টি - কর্ণমল বা কানের ময়লা হল সেই স্থূল বা জড়ের প্রতীক। এই জড় বা স্থূলের মধ্যে আনন্দের অনুসন্ধানে মানুষের স্বল্প আয়ুর অধিকাংশই যায় কেটে। আর সেই হল মানুষের জীবনে মধু আর কৈটভের অত্যাচার। কিন্তু স্থূলের আকর্ষণকে কাটিয়ে ওঠা তো সহজ নয়। তাই ব্রহ্মা যিনি হলেন মনের প্রতিভূ, সংকল্প বিকল্প করা যার স্বভাব; সেই ব্রহ্মা বা মনই বলছেন - এই স্থূলে নয়, স্থূলের অন্তরালে অনুসন্ধান কর সেই আনন্দের। কিন্তু বুদ্ধির কাছে সেই আবেদন পৌঁছচ্ছে না অর্থাৎ তার সমর্থন মিলছে না। বুদ্ধির কাছে চাই যুক্তি, বিশ্বাস অন্ধ হলে তো হবে না, তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে বসানো চাই। ব্রহ্মা তাই আরাধনা করছেন সেই শক্তির, যার সাহায্য না পেলে ঘোড় ঘোরানো যাবে না বুদ্ধিবৃত্তির। সেই গানটি কে লিখেছিলেন মনে নেই - কথাগুলি মনে পড়ছে শুধু - ' মন বলে তুমি আছ ভগবান, চোখ বলে তুমি নাই ' - সেই চোখকে দর্শনদানের আকুতি জানাচ্ছেন মনরূপী ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করে। দর্শন পেলে তবেই না সমর্থন পাওয়া যাবে বুদ্ধিবৃত্তির। সেই স্তবটিরই আরম্ভ হল ' ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা ' এই কথা কটি দিয়ে যে স্তবটি রাত্রিসূক্ত নামেও পরিচিত।

স্তবের প্রথম কথাটি ত্বং বা তুমি। সাধারণত যাকে উদ্দেশ্য করে এই তুমি শব্দটি আমরা ব্যবহার করি, আমাদের বোধের নাগালের মধ্যে তার থাকা চাই। অতএব চোখের গণ্ডীর মধ্যে না হলেও সেই তিনি অবশ্যই ব্রহ্মার বা মনের মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তো দূরের বস্তু নন - তিনি নিকটেরও নিকট - তিনিই একমাত্র, তিনি আপনার চেয়েও আপন, তিনি আপনি নন, তিনি তুমি। এইখানে এসে আমি গেছে হারিয়ে, রয়েছে শুধু তুমি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, আমি নই, সব তুঁহু তুঁহু, এই আমি গেলেই সব জঞ্জাল ঘুচে যায়।

এখন মায়ের পূজামণ্ডপের দৃশ্যটি কল্পনা করা যাক। মায়ের প্রতিমাটির সামনে পূজারী বসে আছেন, হাতের মুঠোয় চন্দনমাখানো ফুল, উৎসর্গ করবেন। ঐ প্রতিমার মধ্যে অবশ্যই মায়ের স্থূল রূপটি কল্পনা করা হচ্ছে - উদ্দেশ্য - মায়ের ভাবনায় চিত্তকে একাগ্র করা। বিধি অনুযায়ী পূজার মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, আর কাছেই হোমের আগুনে আহুতি দিচ্ছেন আর কজন পুরোহিত এক একটি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। হোমের মন্ত্রগুলির প্রতিটির সমাপ্তিবাচক শব্দ হল স্বাহা। শাস্ত্রে দেবপূজার হোমের মন্ত্রগুলির এই বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। এই মন্ত্রসমষ্টিতে নিবিষ্ট পূজারীর ভাবনা অতঃপর মায়ের স্থূল মূর্তি থেকে সূক্ষ্মের দিকে ফিরছে, যাকে মন্ত্ররূপে অনুভব করছেন তিনি - মনে মনে বলছেন, মা তুমিই স্বাহা। অর্থাৎ স্বাহা মায়ের মন্ত্রও বটে, মাও বটে।

রামপ্রসাদের একটি গানে আছে - যাহা শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে - মায়ের মুণ্ডমালায় পঞ্চাশটি মুণ্ড নাকি বর্ণমালার পঞ্চাশটি অক্ষরের দ্যোতক। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে যদিও সব শব্দই মা, তাহলেও স্বাহা শব্দটির মধ্যে একটু বিবেচনার বিষয় রয়ে গিয়েছে। বিশেষ অর্থবোধক বলে এই শব্দটি সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। স্বাহা শব্দটির একটি পরিচয় প্রথমে পাওয়া যায় অগ্নিদেবতার স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু বিশেষ একটি অর্থ পাওয়া যায় শব্দটিকে স্ব+আহা করে ভাঙ্গলে। সেইভাবে দেখলে স্বাহা শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় - স্ব বা নিজেকে আহুতি দেওয়া। একটু ভাবলেই

বুঝতে অসুবিধে হবেনা যে প্রকৃত হোম হল সেই যেখানে শ্রেষ্ঠতম হবি হিসেবে স্ব বা অহংবোধকে আহুতি দিতে পারা যায় বা আহুতি দিতে হয়। তাহলে বলা যায় যে মায়ের কাছে আত্মনিবেদন বা শরণাগতির আবেদন ফুটে উঠেছে তৃং স্বাহা এই কথা দুটির মধ্যে।

চণ্ডীর এই তৃং স্বাহা মন্ত্রটির মত পরের মন্ত্রটিতেও দুটি শব্দ - তৃং স্বধা। যেমন দেবপূজায় স্বাহা তেমনি পূর্বপুরুষদের তৃপ্তিবিধানের মন্ত্রসমষ্টিতে এই স্বধা শব্দটির প্রয়োগ দেবলোক আর পিতৃলোকের তারতম্য নির্দেশ করে। চণ্ডীর রচয়িতা মার্কণ্ডেয়মুনি এই স্বাহা ও স্বধা মন্ত্রদুটির পরে আরও একবার উল্লেখ করেছেন (চণ্ডী ৪:৭)। মহিষাসুরবধের পর কৃতজ্ঞ দেবতারা দেবীর স্তব করার সময় এই দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞের দ্বারা নিজেদের ও পিতৃলোকবাসীদের সন্তোষ লাভ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমরা ঐ স্বাহারই মত যাগযজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অন্তরালে স্বধা শব্দটিরও অন্য একটি অর্থ অনুসন্ধান করতে পারি। এই শব্দটিকে স্ব এর উত্তর ধা করে পাওয়া যায় ভাবলে চমৎকার একটি অর্থ ফুটে ওঠে। সেই অনুযায়ী স্বধার অর্থ দাঁড়ায় যা স্বকে বা আমাকে ধারন করে (ধা প্রত্যয়ান্ত শব্দ আরো আছে যেমন পৃথিবীর আর এক নাম বসুধা - বসু বা ঐশ্বর্য্য ধারন করে বলে, শতধা - যা শত অংশে বিভক্ত বা শত অংশের সমষ্টি বা শতকে ধারন করে আছে। এইভাবে অর্থ করলে এই মন্ত্রের পর পর শব্দগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্রও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সূচনায় তৃং স্বাহা মন্ত্রাংশে আত্মাহুতি বা আত্মসমর্পণের পর যখন পূজারী বা সাধক সেই আহুতি যথাস্থানে পৌঁছেছে কিনা ভাবছেন তখন তিনি দেখছেন অন্তর্লোকে যে দেবী তাঁর স্বকে ধারন করে রয়েছেন। দেখছেন, তিনি যেন দেবীর কোলে বসে আছেন আর তাই দেখেই বলছেন - মাগো তুমিই স্বধা। অনুভব করছেন তিনি যে একই সঙ্গে মা ঘটে আছেন, পটে আছেন, যজ্ঞের আহুতি তিনি গ্রহন করছেন আবার শরণাগতকে আশ্রয়ও দিচ্ছেন। সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে আবার স্থূল থেকে সূক্ষ্মে এইভাবে মানস সরোবরে কল্পনার ঢেউ উঠছে সাধকের। স্থূলে যিনি সীমিত, তিনিই আবার সূক্ষ্মে সীমাহীন। কিন্তু কল্পনার ভিত্তি হল শব্দ বা শব্দসমষ্টি - এক্ষেত্রে স্বাহা এবং স্বধা। নাম আর নামী যেমন অভিন্ন তেমনি শব্দ আর তার অর্থও অভিন্ন। দেবী তাই স্বাহা এবং স্বধা, আর শুধু তাই নয়, ঐ শব্দ দুটি যে সব মন্ত্রের সঙ্গে জড়িত তিনি সে সবও বটে। সাধক রামপ্রসাদের যে গানটির আগে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এই ভাবনা আরো বিস্তৃতি লাভ করেছে। শুধু এই বিশেষ ধরনের মন্ত্রেই নয়, যে কোন শব্দকেই মায়ের মন্ত্র হিসেবে বোধ করেছেন তিনি। বলেছেন - 'মা যে পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে'।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন মেলে চণ্ডীর এই এক লাইনের শ্লোকটির দ্বিতীয় অর্ধাংশে। সেখানে আগের ভাবনার রেশ টেনে ব্রহ্মা বলছেন - তৃং হি বষটকারঃ স্বরাত্মিকা। বষটকার হল স্বাহা স্বধা ছাড়াও যজ্ঞের সমস্ত মন্ত্র, তাই শব্দমাত্রেই দেবীর রূপকল্পনা করছেন তিনি। শুধু তাই নয়, স্বরমাত্রই তা হ্রস্ব, দীর্ঘ, লঘু, উদাত্ত, অনুদাত্ত ইত্যাদি যাই হোক না কেন সবই তিনি। সব মিলিয়ে বলা যায় যে তিনি যেমন বর্ণ, তেমনি তিনি বর্ণের সমষ্টি শব্দ, আবার শব্দের অর্থ এবং ধ্বনিও সেই তিনিই । সার কথা হল স্থূলে আর সূক্ষ্মে তিনি ওতপ্রোত বা একাকার হয়ে আছেন । মনের এই ভাবনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাই বলি -

তুমি মাগো মুখ্য গৌন যত আছে উক্তি, স্তব তুমি তুমি স্তোত্র তুমিই মা সবি
কোন স্তবে তোমারে মা বল করি স্তুতি, তুমি যে কবিতা মাগো তুমিই মা কবি।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ, ওঁ ভগবতী দুর্গায়ৈ নমঃ।

দেশে ও এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা ঃ একটি মধুর অভিজ্ঞতা

সব্যসাচী গুপ্ত
কলম্বিয়া, মেরিল্যান্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানের সম্বন্ধে বলেছেন, "যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সবকিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীদের কাছে, শোকেদুঃখে, সুখে আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে তাদের এ গান গাইতেই হবে।" দীর্ঘকাল আগেকার এই উক্তির সত্যতা নিয়ে আজ আর কারো মনে কোন সন্দেহ নেই। বিংশ শতাব্দীর শেষে আজও তাই প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় আমরা "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" বা "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে" এবং আনন্দোৎসবে "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" বা "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করি। দেশে ও এদেশে আমার ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চার যে মধুর অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটা নিয়েই এই রচনা। দেশের অভিজ্ঞতা ছাড়াও বিশেষ করে এদেশের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রবাসী বাঙালীরা কিভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রেখেছে, সেটার কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করব এই রচনায়।

দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা

আমাদের বাড়ী - আমার শৈশব থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের বাড়ীতে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত চর্চার একটা পরিবেশের। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে আমার মেজদি (গীতা দাশগুপ্ত) গৌহাটী বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। উনি নানাধরনের গানের চর্চা করতেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে উদ্দীপক ও উল্লাসের গান করতে উনি ভালোবাসতেন। এখনও মনে পড়ে তাঁর কণ্ঠে " ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো", "নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল" ইত্যাদি গানগুলি। তাছাড়া আমার বাবাকে (অমূল্যরতন গুপ্ত) বহু সময় দেখেছি হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত করতে। বিশেষ করে মনে পড়ে তাঁর কণ্ঠে পূজা পর্যায়ের "আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে" গানটি। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে আমার মেজদিকে (বীথি সেন) দেখেছি গীটারে বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজাতে। প্রখ্যাত গীটার শিল্পী কাজী অনিরুদ্ধ সে সময় প্রতি সপ্তাহে আমাদের বাড়ীতে আসতেন সেজদির শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষক ও ছাত্রীর গীটারের ঝঙ্কারে ইমন ভূপালী রাগিনীর " এ শুধু অলস মায়া" বা চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের গান "রোদন ভরা এ বসন্ত" আমাদের সন্ধ্যাগুলো সুরমাধুর্য্যে পরিপূর্ন করে দিত, সেটা এখনও মনে পড়ে। এই ধরনের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমার ছাত্রজীবন কেটেছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।

দক্ষিণী, কোলকাতা

সঙ্গীতের প্রতি সামান্য প্রবনতাকে মূলধন করে, ছাত্রজীবন শেষ করে, দক্ষিণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার জন্য ভর্তি হোলাম ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকে। সেখানে শিক্ষার সুযোগ হয়েছিলো দুবছর।

বৎসরান্তে পরীক্ষার ফল ভালো থাকার জন্য দক্ষিণীর বাহাই করা শিল্পীদের সঙ্গে একসঙ্গে গান করার সুযোগও জুটেছিলো। ঐ সময় দক্ষিণীতে অধ্যক্ষ শুভদা (শুভ গুহঠাকুরতা), সুশীলদা (সুশীল চট্টোপাধ্যায়), অমলদা (অমল নাগ) ইত্যাদি প্রখ্যাত শিল্পীদের সান্নিধ্যও লাভ করেছিলাম। আর প্রফুল্লদা (প্রফুল্ল মুখার্জী) অনেক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতেন প্রতি সপ্তাহে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ছাত্রের সুর, লয়, তাল, মাত্রা ঠিক হচ্ছে সেদিকে কড়া নজর দিতেন। শুভদার নিয়মানুবর্তিতার ও সময়নিষ্ঠা ছিল অবিসংবাদিত। উনি দক্ষিণীর প্রতিটি বার্ষিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। সুশীলদা ছিলেন খুব কৌতুকপ্রিয় লোক। গাম্ভীর্য্যে ভরা অমলদা পরীক্ষক হিসাবে আমাকে ভালো নম্বর দিয়েছিলেন দুবছরই। প্রতি সপ্তাহে ক্লাসে গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে লয়, তাল, মাত্রা, রাগরাগিনী ইত্যাদি সবই আলোচনা করা হোত। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন গান কোন বিশেষ কারণে লিখেছিলেন সেইসব ঘটনারও আলোচনা করা হোত। দক্ষিণীর বিশিষ্ঠ গায়কীও ছাত্রছাত্রীরা আয়ত্ব করত। "অনেক কথা যাও যে বলে" গান দিয়ে শিক্ষা শুরু হয়েছিল ও প্রায় একশত গান শেখানো হয়েছিল ক্লাসে ও ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের মহড়াতে ঐ দুবছরে। গানগুলির মধ্যে ছিল বিষয় বৈচিত্র্য, রাগরাগিনীর বৈচিত্র্য, ছন্দ ও তালের বৈচিত্র্য। প্রায় একশত গানের মধ্যে মাত্র কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি - মারাঠি পদের অনুকরণে রচিত " বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে", মিশ্রকেদারা চৌতালের "আজি কোন ধন হতে বিশ্বে আমারে", ষষ্ঠীতালের "শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে", নবতালের "নিবিড় ঘন আঁধারে", একাদশীতালের "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া", খাম্বাজ রাগের আমার নতুন যৌবনেরই দূত", বিলিতি প্রভাবের "আমার সকল রসের ধারা", ব্রহ্মসঙ্গীত "আমার বিচার তুমি করো"। দশটি ঠাট তিন সপ্তক সাধতে হোত। ইমন, ভৈরব, খাম্বাজ, কাফি ইত্যাদি রাগের ভজনও করা হোত তানসহ। সেই সময় দক্ষিণীর অনুষ্ঠানগুলি 'ত্যাগরাজ হল' এবং কলামন্দিরে করা হোত। প্রতিটি অনুষ্ঠান কেদার সুরফাক্তার ব্রহ্মসঙ্গীত "বাজাও তুমি কবি" দিয়ে শুরু হোত।

টেগোর সোসাইটি, জামসেদপুর

চাকুরি পরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে বিহারে জামসেদপুরে যেতে হোল সত্তরের দশকের প্রথমে। সেখানে প্রায় দেড় বছর রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রইল জামসেদপুরের টেগোর সোসাইটিতে। খুবই উচ্চমানের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সেখানে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত মিস্টার পান্ডা। বাগেশ্রী, মালকোষ, মূলতান, রামকেলী ও বেহাগরাগের ভজনও করা হোত তানসহ। অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত শেখানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল বেহাগ চৌতালের "স্বামী তুমি এসো আজ", ঝাঁপতালের "অন্তরে জাগিছ অন্তর্যামী", একতালের 'অল্প লইয়া থাকি", ত্রিতালের "আঁখিজল মুছাইলে জননী" ও বাগেশ্রীরাগের "নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে"।

এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা

জার্সি সিটি, নিউ জার্সি - সত্তরের দশকের প্রথমদিকে বাঙালিরা বেশী সংখ্যায় এদেশে এসেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজব্যবস্থা, চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথম দিকে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা ইত্যাদি বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যেভাবে বাঙালেরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রেখেছে সেটা প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "যারা খেটে খায়, অফিসে যায়, তাদের পক্ষে এসব গান (ওস্তাদি) হয়ে ওঠে না, তাদের পক্ষে ওস্তাদের মত গলা সাধা শক্ত। সেইজন্য এখনকার গান ব্যাবসাদারির বাইরে থাকাই ভালো। গান হবে যাতে যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয় .....বাইরের হাততালি পাবার জন্যে নয়। ওস্তাদ যাঁরা তাঁদের জন্যে ভাবনা নেই, ভাবনা হচ্ছে যারা গানকে সাদাসিধে রূপে মনের আনন্দের জন্য পেতে চায় তাদের জন্যে।..... আমার গান যদি শিখতে চাও নিরালায় .....গলা ছেড়ে গাবে। "দেশের ও বিশেষ করে এদেশের খেটে খাওয়া অফিসে যাওয়া বাঙালীরা যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করছে তারা মূলতঃ গানকে সাদাসিধে রূপে মনের আনন্দের জন্য পেতে চায়, আশেপাশে যারা থাকে তাদের গান দিয়ে খুশি করতে চায়। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগতে বাঙালিদের এ গানের চর্চা কেবলমাত্র গান শেখার জন্যই নয়, বস্তুতঃ এদেশের কর্মব্যস্ত জীবনে চিত্তবিনোদনের জন্যেও। আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রথম অভিজ্ঞতা হোল ১৯৭৫ সালের জার্সিসিটিতে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে "ভানুসিংহের পদাবলী" গীতিনৃত্যের। মাস দুয়েক মহড়া চলেছিল। শোভনা মুখার্জি ও অরুন্ধতী মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনায় ও নন্দা চক্রবর্তীর নৃত্য পরিচালনায় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছিল। শোভনা মুখার্জীর কণ্ঠে "বাজাও রে মোহন বাঁশি" ও অরুন্ধতী মল্লিকের কণ্ঠে "আজু, সখি, মুহু মুহু" এখনও কানে বাজে।

নিউ ইয়র্ক সিটি, নিউ ইয়র্ক

১৯৭৬ সালে এদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্টের দুইশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বহু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল শহরের নানা সম্প্রদায়কে নিয়ে। নিউইয়র্ক শহরের পার্ক অ্যান্ড রিক্রিয়েশান দপ্তর থেকে শহরের কালচারাল এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলকে অনুরোধ করা হয়েছিল শহরের প্রখ্যাত সেণ্ট্রালপার্কের মঞ্চে অনুষ্ঠান পরিবেশন করার জন্যে। শোভনা মুখার্জীর পরিচালনায় খুব অল্প সময় মহড়া দিয়ে বসন্তঋতুর উপর গীতিনৃত্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সবকটি গানই সমবেত কণ্ঠে হয়েছিল। গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল "আজ দখিন দুয়ার খোলা" "মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি", " সব দিবি কে সব দিবি কে" ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য সেণ্ট্রালপার্কের মঞ্চ থেকে এই অনুষ্ঠান পরিবেশন খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নিউইয়র্ক শহরের বহু গন্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ঐ সময় নিউইয়র্ক শহরে অমিয় ব্যানার্জী নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দিতেন ছাত্রছাত্রীদের।

চেরি হিল,নিউজার্সি

এরপর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ১৯৭৯ সালে চেরি হিল, নিউজার্সিতে। সেবার বার্ষিক অনুষ্ঠানে "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়েছিল। প্রায় মাস তিনেক ধরে চলেছিল মহড়া। চিত্রিতা চন্দের সঙ্গীত পরিচালনায় ও কৃষ্ণা বেনেগালের নৃত্য পরিচালনায় খুবই উপভোগ্য হয়েছিল এই নৃত্যনাট্য। এই নৃত্যনাট্যে বহু কৃতী সঙ্গীত শিল্পী ও নর্তকী অংশগ্রহন করেছিলেন। এদের মধ্যে সঙ্গীতে মনীষা মণ্ডল ও নৃত্যে হাসি দেশবন্ধু উল্লেখযোগ্য। চিত্রিতা চন্দের কণ্ঠে "রোদন ভরা এ বসন্ত" দীর্ঘকাল মনে থাকবে।

আটলান্টা, জর্জিয়া

চাকুরি পরিবর্ত্তনের ফলে ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্য্যন্ত আমি আটলান্টা, জর্জিয়ায় ছিলাম। সেখানে প্রতি বছরই সরস্বতী পূজা ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হোত। ঐ সব অনুষ্ঠানে অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হোত। কখনও সবকটি ঋতুর, কখনও বা কোন বিশেষ ঋতু যেমন শরৎ ও বসন্ত, কখনও বা প্রেম, পূজা ও প্রকৃতির গান মিশিয়ে গীতিনৃত্যের আয়োজন করা হোত। জয়ন্তী লাহিড়ীর পরিচালনায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য মহড়া চলত মাস দুয়েকের। এছাড়া পূজোর বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন আটলান্টার বাইরে থেকে আসা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরাও। সব মিলিয়ে খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি। খুব অল্প কয়েকটির উল্লেখ করছি যেগুলি এখনও ভুলিনি। গ্যাস্টোনিয়ার নন্দিতা চ্যাটার্জির কণ্ঠে "ওগো তুমি পঞ্চদশী" জয়ন্তী লাহিড়ীর কণ্ঠে "হৃদয়ে ছিলে জেগে" ও কৃষ্ণা সেনগুপ্তের কণ্ঠে "যদি তারে নাই চিনি গো"। তাছাড়া জগন্নব্রত ভট্টাচার্য্যের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান খুব আকর্ষনীয় ছিল। ওনার গাওয়া "যখন এসেছিলে অন্ধকারে", "নয় এ মধুর খেলা" ইত্যাদি গানের সুরমাধুর্য্যে পূজোপ্রাঙ্গন মুখরিত হোত।

অন্তরা, ওয়াশিংটন ডিসি

১৯৯৩ সালে আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা সুরু করেছি, প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বনানী ঘোষের "অন্তরা" স্কুলে। উনি এ অঞ্চলে তেরোবছর ধরে নিয়মিত শিক্ষা দিয়ে আসছেন। শৃঙ্খলা ও কৌতুক মিশিয়ে উনি খুবই পরিশ্রম করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিচ্ছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আশাবরী, ভৈরব, ভৈরবী, ইমন, ভূপালী, বৃন্দাবনী, সারঙ্গ, বেহাগ ইত্যাদি রাগের ভজনও শেখানো হয়েছে তান সহ। গানগুলির মধ্যে খ্যামটা তালের "বাজিল কাহার বীণা", অর্দ্ধঝাঁপতালের "একদা তুমি প্রিয়ে", ষষ্ঠীতালের "নিদ্রাহারা রাতের এ গান", কীর্তনের সুরে "যেতে যেতে চায় না যেতে", ব্রহ্মসঙ্গীত "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে", প্রেমপর্য্যায়ের "আজি গোধূলিলগনে" ও "অনেক কথা বলেছিলাম" উল্লেখযোগ্য। বাউল গানের একটি বিশেষ গীতিনৃত্যের আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। অল্প কিছুদিনের মহড়া দিয়ে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছিল। সমবেত কণ্ঠে গানগুলির মধ্যে "ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি" ও "আমি ঘারের সাগর পাড়ি দেব" উল্লেখযোগ্য।

রবিবাসর বাংলা স্কুল, কলম্বিয়া, মেরিল্যান্ড

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে। ঐ সূত্রে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বসন্তঋতুর উপর গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে। মহড়া চলেছিল দুমাস। নমিতা কুণ্ডুর কণ্ঠে "ফাগুন হাওয়ায়", সুনন্দা দের কণ্ঠে "এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে" ও সমবেতকণ্ঠে "বসন্তে বসন্তে কবিরে দাও ডাক" ও "আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি" খুবই সুশ্রাব্য হয়েছিল।

এই রচনা থেকে আশাকরি এটুকু আভাস দিতে পেরেছি যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা দেশে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য প্রদেশগুলিতে ও এদেশের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অব্যাহত রয়েছে। এই রচনায় যে সব শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা সবাই গুণান্বিত সঙ্গীতবিদ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা পেশা নয়। কর্মব্যস্ত জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করে এঁরা কেবল শ্রোতাদেরই আনন্দ দেননি, দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েদেরও উৎসাহ দিয়েছেন ঐ সঙ্গীত শিখতে। ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও এখন নানা স্কুলে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে

সাফল্যের সঙ্গে। এদেশের ঘরোয়া পরিবেশের জলসাগুলিতেও রবীন্দ্রসঙ্গীতই বেশী করা হয়। মেরিল্যান্ড, ওয়াশিংটন ডি সি, ভার্জিনিয়া অঞ্চলেই "অন্তরা" ছাড়া আরো চারটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার স্কুল রয়েছে। "অন্তরা"র ক্লাস এদেশে নিউ জার্সির স্কচ্ প্লেন্স, বস্টন, স্যানফ্রান্সিস্কো ও কানাডার টরন্টো-মিসিসগাতে চলছে। এদেশের অন্য বড় শহরগুলিতেও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার স্কুল রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা আমার ও আমার সহধর্মিনী রমা গুপ্তর (যে দেশে ও এদেশে বহু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছে) একটি খুবই মধুর অভিজ্ঞতা। আমি সব ধরনের সঙ্গীতই কমবেশী পছন্দ করি, যেমন বাংলা আধুনিক, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি, কীর্তন, বাউল, শ্যামাসঙ্গীত, রাগপ্রধান বাংলাগান, চটুল হিন্দী আধুনিক, হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থান আমার কাছে খুবই বিশিষ্ট - এই কারনে নয় যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিছুদিন ঐ গান শিখেছি। আমার মনেহয় এত সুন্দর মার্জিত সুরুচিসম্পন্ন কথার মালা দিয়ে এত বিশিষ্ট সুরে (যার মধ্যে সারিগান, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী, হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে) আর কোন সঙ্গীত আমি শুনিনি। অন্য ধরনের অনেক গান পুরোনো হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত সর্বকালের সর্বজনীন। ফলে ইংরেজ ১৮৭৭-১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচিত ধর্মসঙ্গীত "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" বা বাংলা ১৩০২ সালে রচিত "বিশ্ববীনা রবে বিশ্বজন মোহিছে" বা বাংলা ১৩৪২ সালে সুর দেওয়া "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" আজও আমাদের প্রিয় গান। হয়ত বা কোন কোন গান একঘেয়ে লাগতে পারে খুব বেশী প্রচলিত হবার ফলে। কিন্তু প্রায় দুহাজার গানের মধ্যে এখনও অনেক গান আছে যেগুলো অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত বা আমরা কখনও আগে শুনিনি। সে গানগুলি আমাদের কাছে একেবারে নতুন মনে হবে, অথচ সেই সব গান লেখা বা সুর দেওয়া হয়েছে বহুকাল আগে। তাছাড়া আমার দৃঢ় ধারনা আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে আমরা যদি মাঝে মাঝে পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির চর্চা করি, তাহলেই আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়ে যাবে একই সঙ্গে।

কমলা বৌদি

রেখা মিত্র

ভারত ভাগ হলো হিন্দু মুসলমানের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। চার দিকে রক্তগঙ্গা বইছে। পূববাংলার গ্রামে গ্রামে বাইরে থেকে গুন্ডারা গিয়ে সত্য মিথ্যার জাল বুনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গ্রামের লোককে দিচ্ছে খেপিয়ে। ঘরে ঘরে মেয়ে বৌদের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে। হিন্দুরা বুঝেছে ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে হবে। রাতের অন্ধকারে বন জঙ্গল পেরিয়ে লোক পালাচ্ছে পশ্চিম বাংলার দিকে। বিনয়ের বাবার দোকান, গুদাম পুড়ে ছারখার। উনি ভীষন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওদের প্রতিবেশী মুসলমান ভদ্রলোক ওদের বল্লেন -

" বিনয় তোমার মা যখন তোমার বাবাকে ছেড়ে যেতে চাইছেন না, তোমরা থাকো, কিন্তু তোমার যুবতী বৌ কমলাকে যে করে হোক পাঠিয়ে দাও, ওকে আমরাও সামলাতে পারব না।" একটা পুঁটলিতে বাড়তি শাড়ী জামা, চিড়ে গুড় একটা কলাইয়ের বাটী, বাড়ীর ঠাকুর গোপাল, ছোটো কৌটোতে খানিকটা লন্ঠনের কালি গুছিয়ে দিলেন বিনয়ের মা। কানে কানে বলে দিলেন কি ভাবে যেতে হবে তাঁর জ্যাঠাইমার বাড়ী দমদমে। ঠিকানা আছে উঁর স্বামীর কাছে, সেতো এখন পাওয়া যাবে না , স্টেশানে নেবে কোন দিকে গিয়ে কোন গলিতে যেতে হবে ও উঁর জ্যাঠতুত দাদার নাম বলে দিলেন। ওখানে গিয়ে যাতে নিজের পরিচয় দিতে পারে, উঁরা যাতে ওকে চিনতে পারে তাই নিজের কানের ফুলটা দিলেন, ওটা উঁর জ্যাঠাইমায়ের নিজের ছিলো, উঁকে বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। ঐ জ্যাঠাইমা এখনও বেঁচে আছেন, ওটা দেখলে নিশ্চয় চিনতে পারবেন। নিজের হাতে ওকে কালিঝুলি মাখিয়ে দিলেন। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে কমলা পথে নামলো। একটি দালাল পথ দেখাচ্ছে, বেশ কয়েকটি বৌ, মেয়ে ছোটো ছেলেমেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। খানাখন্দ, জঙ্গলে রাতের বেলা হেঁটে পার হয়। দিনের বেলা ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকে।

শ্বাশুড়ীর অনেক ছেলেমেয়ে হয়েছে, বেঁচেছে চারজন, দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে চট্টগ্রামে তাদের কি অবস্থা কিছুই জানা নেই। বড় ছেলে বৌ থাকে খুলনা, তাদেরও কোন খবর নেই। ছোট ছেলে কিছুতেই ওদের ছেড়ে যেতে রাজী হচ্ছেনা। এই দুঃসময়, নিজেদের ক্ষয় ক্ষতি সব মিলিয়ে স্বামী ভীষন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, মনে হয় আর বেশীদিন বাঁচবেন না। চোখের জলে বৌমাকে বিদায় দিলেন।

রাতে পথ চলা, দিনে লুকিয়ে থাকা - পথ চলার আগে কিছু চিড়ে, মুড়ি গুড় আর জল দিয়ে খেয়ে নিতে হয়, পেট ভরার মত পরিমান পাওয়া যায় না, আর ভয়ে ভাবনায় খাবার ইচ্ছেও চলে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভয়ে চুপ করেই আছে তবু যদি কেউ কেঁদে উঠে, মা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে প্রায় দমবন্ধ করে তাদের চুপ করায়। দিনের বেলায় আড়ালে বসে লোক একটু ঝিমোচ্ছে, একটু আওয়াজ হলেই ভয় কেউ বুঝি দেখে ফেললো, মারতে এলো। তিনরাত পথ চলা হয়েছে আর একরাত গেলে সীমান্ত পার হতে পারবে, তাহলেই মুক্তি। কমলার একটি বৌয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, নাম সীমা। তৃতীয় রাত পার হবার পর আর তাকে দেখতে পেলো না। রাতে কি পথ হারালো, না কেউ ধরে নিয়ে গেলো ? তার শ্বাশুড়ীও সঙ্গে ছিলেন। তিনি একে ওকে জিজ্ঞাসা করছেন। দুপুর নাগাদ দেখা গেলো সঙ্গের দুচারজন যে ছেলে ছিলো তারাও নেই। বিকেলের দিকে তাদের দেখা গেলো, তাদের কাছে শোনা গেলো যে কয়েকটি গুন্ডা ঐ মেয়েটিকে

ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা বাধা দিতে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছে, হাত ভেঙ্গেছে, জখম হয়েছে কিন্তু মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারেনি। সকলেই ভয়ে আরো জড়সড়, বিশেষ করে যুবতী মেয়েবৌরা। সব শুদ্ধ জনাতিরিশ ওদের দলে আছে, তার মধ্যে একজন হারিয়ে গেলো। সেদিন কারো চোখে ঘুম নেই কখন রাত আসবে, পার হবে সীমান্ত। পরের রাতের শেষে ওরা পার হলো সীমান্ত। পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়লো ঐ দল, দালালের দায়িত্ব শেষ, এবার যে যার পথ দেখো।

কমলা কাউকে চেনে না, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। খানিকটা হেঁটে একটা বড় রাস্তা দেখে সেদিকে চললো। পথ চলতি লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো দমদম কতদূর ? সে বললো,

" সে তো অনেক দূর, তুমি তো হেঁটে যেতে পারবে না। ঐ পূবদিকে গেলে স্টেশান, সেখান থেকে এখন ঘনঘন ট্রেন পাবে।"

অনেক দয়া, পথের হদিশ তো মিললো কিন্তু খিদেয় পেট জ্বলছে, কে তাকে খেতে দেবে ? কে দেবে ট্রেনের ভাড়া ? ভিক্ষে করবে তাও তো পারছে না। ভাবছে কারো বাড়ীতে কাজ করে দিলে তারা যদি খেতে দেয়। কে তাকে কাজ দেবে ? কালিঝুলি মাখা মুখ, চান নেই, গা থেকে গন্ধ বের হচ্ছে, মাথায় জট। তারমধ্যেও পথ চলতি কিছু লোকের কুদৃষ্টি সারা শরীরে যেন চাবুক মারছে। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে সঙ্গের সম্বল একটু চিড়ে গুড় খেয়ে নিলো। রাত কাটাবে কোথায় ? চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটতে শুরু করলো, একটা বড় ঝোপ দেখে রাখলো, রাতের বেলায় সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। বেশ খানিকটা হাঁটার পর বাগানওলা একটা বড় বাড়ী দেখে সেখানে ঢুকে মা মা করে ডাকতে শুরু করলো। ছোট একটা মেয়ে দরজা খুলে বললো,

" ঠাকুমা একটা ভিখিরী এসেছে।"

ভিখিরী ? ভয়ংকর একটা ধাক্কা খেলো কমলা। ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন বাটিতে কিছু চাল নিয়ে। কমলা মুখ তুলে বললো -

" মা প্রানের দায়ে সব ছেড়ে এসেছি, আজ পাঁচদিন ভয়ে পথের কুকুরের মত দৌড়ে বেড়িয়েছি কদিন যদি আশ্রয় দেন, খেতে দেন। আপনিও মেয়ে, আপনি বুঝবেন আমার এ শরীর সামলানো কি দায়। শকুনের মত চারদিকে অমানুষ ঘুরছে।"

ইতিমধ্যে আর কজন মহিলাও বেরিয়ে এসেছেন। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো কমলা, কারো মুখে ভয়, কারো মুখে ঘৃণা - সকলেই প্রায় একবাক্যে বলে উঠলো

" কাজ কোথা থেকে দেবো, কি কাজই বা তুমি করবে ? চলে যাও বাছা।"

অপমানে অধীর হয়ে কমলা পিছন ফিরলো। এখন কত অজানা পথে চলতে হবে। অধীর হলে চলবে না। হঠাৎ পেছনের কাপড়ে টান পড়লো, ছোট মেয়েটা ছুটে এসেছে, বললো,

"ঠাকুমা তোমায় ডাকছে।"

ফিরে গেলে বুড়ীমা জিজ্ঞাসা করলেন -

"তোমার নাম কি ?"

কমলা - " জীবনের মস্ত পরিহাস, আমার নাম 'কমলা', আজ পথের ভিখিরী।"

বুড়িমা বুঝলেন মেয়েটি লেখাপড়া জানে, বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছে, ঠগ, জোচ্চোর নয়। বাসনমাজার ঠিকে ঝিয়ের ছেলে হয়েছে, একটা ছোট মেয়েকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে, সে মোটেই কাজ পারে না। একে দিয়ে যদি করানো যায়।

বুড়িমা - "বেশী মাইনে দিতে পারবো না, দুবেলা খেতে দেবো। বাইরের বাগান, উঠোন, পরিস্কার করবে, বাসন মাজবে। ঐদিকে আগে গোয়াল ঘর ছিলো, তার পাশে একটা ছোট ঘর আছে, তাতে থাকতে পারবে।"

কমলা - "মা, ওঘরে দরজা বন্ধ হবে তো ? কোন ভয় নেই তো ?"

বুড়িমা - " না মা দরজায় খিল দিতে পারবে, তবে ও ঘর তোমায় পরিস্কার করে নিতে হবে। বেলা যা বাকি আছে এখন তাই করো, তারপর চান করে খেয়ে নিও।"

বুড়ীমা চাবি দিলেন, দেখিয়ে দিলেন ঝাঁটা বালতি। তালা খুলে তার ভেতরের কাঠকুটুরি, ঘুঁটে, ভাঙ্গা জিনিষ বার হলো। কিছু রাস্তায় ফেলা হলো আর কিছু গোয়ালে গুছিয়ে রাখতে বললেন। ঝুল ঝেড়ে পুকুর থেকে জল এনে কমলা দেয়াল থেকে শুরু করে মেঝে সব খুব ভালো করে পরিস্কার করলো। পুকুরে গিয়ে মাটি মেখে ভালো করে চান করলো। কালিমাখা রং ধুয়ে গেলো। পুঁটলি থেকে পরিস্কার জামা কাপড় বের করে পরল, মাথায় সিঁদুর দিলো। বাড়ীর জন্যে, স্বামীর জন্যে মন হু হু করছে। কদিনের রাতজাগা শরীর আর যেন বইছে না। ভিজে কাপড় গাছের উপর শুকোতে দিয়ে ভাবছে বাড়ীর কোন দিকে যাবে। বাড়ীর চারদিক উঠোন বেশ বড়, তবে বেশ নোংরা। ওকে এ সব পরিস্কার করতে হবে।

রোদে চুল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনলো সেই ছোট মেয়েটা ডাকছে -

"কমলাদি",

মুখ ফেরাতে ও বলে উঠলো -

"চান করে তুমি কি সুন্দর হয়েছো। চল, তোমায় ঠাকুমা খেতে ডাকছে।"

পেছনের উঠোন দিয়ে ভেতরে গেলে একটা দালান, সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে সকলেই ওকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

কমলা - " মা মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছিলেন যাতে কুদৃষ্টি বাঁচিয়ে এপার বাংলায় পৌঁছতে পারি।"

কলাপাতায় গরম ভাত, ডাল, তরকারি দিলেন রাঁধুনী ঠাকরুণ। দুচোখ ভরে জল এল কমলার, কতদিন বাদে ভাত খাচ্ছে, মনে হচ্ছে অমৃত। পেট ভরে খাওয়ালেন বুড়ীমা কাছে বসে, জিজ্ঞাসা করে ওর সব কথা এক এক করে জেনে নিলেন। বললেন,

" তুমি দরজা বন্ধ করে ঘুমিও, ভয় হলে ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিও। আজ আর কাজ করতে হবে না, কাল থেকে শুরু কোরো "।

মেঝেতে পুঁটলি মাথায় দিয়ে শুতেই ঘুমে ঢলে পড়লো কমলা। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে - ঘুম ভেঙ্গে দেখে অন্ধকার। একটু সময় লাগলো কোথায় আছে সেটা বুঝতে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে বিরাট বাড়ীটা অন্ধকার, তার মানে এখন হয়তো মাঝরাত। একটু জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। আবার যখন জাগলো ভোর হচ্ছে মনে হতে বাইরে এল। ওখান থেকেই কাজ সুরু করলো, আগাছা তোলা উঠোন ঝাঁট দেওয়া। আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটছে, বুড়ীমা বাইরে ফুল তুলতে এসেছেন, ওকে দেখে বললেন,

" কি ঘুমুই ঘুমুলে মা, রাতের খাবারের জন্যে নাতনি ফুলু তোমায় কতবার ডেকেছে, সাড়া দাওনি, এখন ভালো লাগছে তো ?

" হ্যাঁ মা "।

সারা উঠোন ঝাঁট দেওয়া হলো। বাড়ীতে কত রকমের ফুলগাছ রয়েছে, কিন্তু তার চারদিক আগাছায় ভর্তি। আগাছা কাটার জন্যে একটা কাঁচি চেয়ে নিয়ে পরিস্কার করতে শুরু করলো। টগর, চাঁপা, গন্ধরাজ, জবা, চামেলী, কামিনী কত যে গাছ আছে, ওকে ঐ সব পরিস্কার করতে হবে। খানিকটা কাজ করার পর, ফুলু জলখাবার খাবার জন্যে ডাকতে এলো। রুটি গুড় আর চা। চা কোনদিন খায়নি - সকালে দুধ, মুড়ি, সবরিকলা বা ফেনা ভাত খেতো। কিছু না বলে চা দিয়ে অন্য খাবার খেয়ে নিলো। ঠাকরুনকে বললো -

" আমায় চা দিতে হবে না আমার জল খেলেই হবে।"

ভেতর থেকে বাসনের পাঁজা বার করে পুকুরে নিয়ে গেলো মাজতে। মেজে ধুয়ে ভেতরের বারান্দায় উপুড় করে রাখলো। ঠাকরুণ খুব খুসী ওর বাসন মাজা দেখে। বাইরে এসে আবার আগাছা তুলতে সুরু করলো, ছায়াছায়া দেখে কাজ করছে, ফুলু এসে মাঝে মাঝে বকবক করে যাচ্ছে। একবার এসে বললো,

"তুমি সাঁতার জানো ? আমায় শিখিয়ে দেবে ?"

কমলা - "তোমার মা যদি বলেন তো শিখিয়ে দেবো"।

মায়ের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে মত করিয়ে এলো। শেখার ইচ্ছে কিন্তু জলে ভীষন ভয়। সাত দিন লাগলো ভয় ভাঙ্গতে। ওদিকে মা ভয়ে সিঁটকে দাঁড়িয়ে থাকে পুকুড় পাড়ে। এখন একটু একটু সাঁতার কাটতে পারে। এখন কমলা বাড়ীর সকলকে চিনেছে - ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, তাদের চারছেলে। তিন ছেলের বিয়ে হয়েছে তাদের বৌরা, এক নাতনী ও একজন বিধবা পিসি আছেন। বৌরা পালা করে ঝাড়ামোছা করে, পিসিই হচ্ছে রাধুঁনি ঠাকরুণ। বাড়ীর গিন্নী কুটনো কোটেন, কাকে কি করতে হবে বলেন, সবই চলে তাঁর কথামত।

সাতদিন হয়ে গেলো, এবার খুঁজে বার করতে হবে সেই মামার বাড়ী। এই নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে বার হতেই ভয় করছে। ওরাও ওকে আর কিছুদিন থেকে যেতে বললেন। বাসনমাজার মেয়েটা আরও দিনকুড়ি আসবে না। কমলা থেকে যাওয়াই ঠিক করলো। ওরা আশ্রয় না দিলে কি হতো, আর সেই মামার বাড়ীতেও যে আশ্রয় জুটবে তারও তো নিশ্চয়তা নেই। এই করে যাবে যাবে ভাবছে, এদের বাসনমাজার লোকও ফিরে এসেছে। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো - পিসি ঠাকরুণ একরাতে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে খাট থেকে পড়ে আর উঠতে পারেন না। হৈ হৈ ব্যাপার, উনি ছোট বয়সে বিধবা হয়েছেন। তারপর থেকে দাদার সংসারে আছেন, দুবেলা হেঁসেল প্রায় একলাই সামলান, বৌদি আঁশঘরেরটা করেন। তাঁর সেবা, সেই সঙ্গে হেঁসেল সামলানো, সব কিছু ঘাড়ে পড়ে গিয়ে গিন্নীমা আর তিন বৌ হিমসিম খাচ্ছে। ভেতরের কাজেও তাই ডাক পড়লো কমলার। ও পিসির সেবার ভার সবটাই নিজের হাতে তুলে নিলো। রান্না, দেয়াথোয়া যখন যেটা দরকার সেটাও করে, ওকে কিছু বলতে হয় না। আঠাশ দিন যমে মানুষে টানাটানির পর পিসি রোগমুক্ত হলেন। অত জ্বর তার ওপর কড়া ওষুধ, সব মিলিয়ে উনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আরো অনেকদিন সেবাযত্ন করে কমলা ওঁকে প্রায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনল। আবার একটু একটু করে রান্না করা সুরু করেছেন উনি। ওঁর রান্নার হাত খুব ভালো, তাই সকলেই খুব খুসী। এই পিসিই কমলাকে দেখে প্রথম দুর দুর করেছিলেন, এখন তার হাতের সেবাতেই ভালো হয়েছেন। সকলের কাছেই শুনেছেন কিভাবে রাতদিন জেগে কমলা ওঁর সেবা করেছে। এখন পিসির কমলার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

তারপর কমলা একদিন কটা টাকা চেয়ে নিয়ে সেই মামার বাড়ীর সন্ধানে বের হলো। এই সব গোলমালে প্রায় তিনমাস কেটে গেছে, মামার নামটাও ভুলে গেছে। ইতিমধ্যে বাড়ীর লোকজন ওর বর্ণনা অনুযায়ী ঐ বাড়ী খোঁজার চেষ্টা করে সফল হয়নি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, ও নিজে গিয়ে ঘুরে এলো, বিফল হয়ে। আরো একমাস কাটলো, মামার নাম মনে করতে পারছে না। বাড়ীর লোক বলে, রেডিওতে শোনে মৃত্যুর খবর, অত্যাচারের খবর। এতদিন হলো, বাপের বাড়ীর, শ্বশুড়বাড়ীর, স্বামী কারোর কোন খবর জানে না। ওর জীবন কি পরের বাড়ী কজে করেই কাটবে ? আর কি স্বামীর দেখা পাবে না ? প্রায় রোজই দুপুরবেলা গিয়ে যেভাবে যেদিকে বড়দালানওলা বাড়ী, যার সামনে ডুমুর গাছ, আম গাছ আছে, সেটা খোঁজে। সেসব কিছুই দেখতে পায় না, কিছু পুরোণো, কিছু তার চেয়ে নতুন বাড়ী দেখে ফিরে আসে। রাতে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবে,

একদিন মনে হলো, নতুন বাড়ীর মালিকদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে হয় ওখানে আগে কি ছিলো ? পরেরদিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে গিন্নীমাকে কাঁদতে কাঁদতে বললো,

" মা আজ সকাল সকাল যাব, সারাদিন খুঁজবো, দেখি পাই কিনা। মা, যদি তাদের না পাই, তোমরা কি আমায় তোমাদের কাছে সারাজীবন আশ্রয় দেবে ? আজ আমি আমার শেষ চেষ্টা করবো, তারপর আমার অতীতকে ভুলে যাবার চেষ্টা করবো। তোমরা আমায় নিরাশ্রয় করো না।"

সাতটা পোনেরোর গাড়ীতে যাবে, তার আগে বাড়ীর গিন্নীমা, কর্ত্তা পিসিমাকে প্রণাম করে বললো,

" আশীর্বাদ করো যেন আজ সফল হই।"

উঁদের মনে সন্দেহ ওর সফলতার সম্বন্ধে, তবুও মুখে উৎসাহ দিলেন। আজ কমলা কাণে পরেছে সেই দুল।

দমদম ক্যান্টনমেন্টে নেমে, শ্বাশুড়ীমায়ের কথামত, ডানদিকের রাস্তা দিয়ে সোজা চললো। তারপর দ্বিতীয় চৌমাথা, যেখানে বড় বাজার শুরু সেটা ছেড়ে, পরের চৌমাথায় বাঁদিকে গিয়ে কালীবাড়ী দেখতে পেলো। তৃতীয় বাঁহাতি গলিতে ঢুকে দুটো বাড়ী ছাড়িয়ে, তৃতীয় বাড়ী শুরু হবার আগে একটা পুরোন বড় দরজা। প্রায় তার গা দিয়েই একটা দোতলা বাড়ী ও একটা একতলা বাড়ী। সব দরজাই বন্ধ। দেখে ফিরে এসে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কি করবে এখন। সেইসময় এক ভদ্রলোক পুরোণো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন

"মনিমোহন বাড়ী আছো ?"

মনে পড়লো, তাইতো মনিমোহনই তো মামার নাম। কমলা এগিয়ে গেলো। নিশ্চয়ই মামা সামনের জমি বিক্রী করেছেন বা ছেলেরা আলাদা বাড়ী করেছে। ভগবান মুচ্‌কি হাসছেন - কমলা একটু সবুর করো, এবার তোমার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হবে, সার্থক হবে তোমার কমলা নাম। দরজা খুললো, কাছাগলায় ওর স্বামী বিনয়, বললো

" মামাবাবু পূজোয় বসেছেন, আপনি ভেতরে আসুন"।

কমলা আর দেরী করো না ডাকো তোমার স্বামীকে - কান্নায় গলা বুজে আসছে, প্রানপণ শক্তিতে কমলা ডাকলো

" শুনছো "?

বিনয় চমকে ফিরে দাঁড়ালো, এ কার গলা ? বৌটি পড়ে যাচ্ছে দেখে দুজনে তাড়াতাড়ি ধরতে গেলো। ঘোমটা সরে গেছে, বিনয় দেখতে পেলো, এ যে কমলা, তারই কমলা, এতোদিন কোথায় ছিলো ? এখন কি হলো ? দুজনে ধরাধরি করে এনে ওকে ভেতরের বারান্দায় শুইয়ে দিলো। তাড়াতাড়ি মাকে ডেকে এনে ওর চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগলো। পাগলের মত ডাকতে লাগলো -

"কমলা, কমলা ওঠো জাগো"।

আস্তে আস্তে ওর জগন ফিরে এলো, শ্বাশুড়ীকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলো কমলা। বাবা মারা গেছেন, আজ দুদিন হলো বিনয় মাকে নিয়ে এখানে উঠেছে। এখানে এসে কমলা আসেনি শুনে ওরা দুজনে ভীষণ চিন্তিত। এতো দিন হয়ে গেছে কোথায় হারিয়ে গেলো মেয়েটা। বেঁচে কি নেই তাহলে ? আজ তাদের কমলা ফিরে এসেছে, কি আনন্দ। কমলা ধীরে ধীরে ওর এতদিনের সব ঘটনা বললো।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, কমলা এখনও ফিরে এলো না, সেই কোন সকালে বেরিয়েছে, খাওয়াদাওয়া নেই, কি হলো মেয়েটার ? আশ্রয়দাত্রী সেই গিন্নীমা ঘরবার করছেন, এরকম তো কখনও কমলা করে না। কোন বিপদ হলো না তো ? নানারকম ভাবছেন সেই সময়

কমলা ফিরে এলো স্বামীকে নিয়ে। পরিচয়ের পালা শেষ, ওর পুঁটলীটা বার করে এনে কমলা বিদায় চাইলো তার এতোদিনের আশ্রয়দাতাদের কাছ থেকে। গিন্নীমা ছলছল চোখে ওর হাতে তিনশো টাকা তুলে দিলেন শ্বশুরের কাজের জন্যে। বিনয়কে বললেন,

"তোমাদের যখন যা দরকার পড়বে কোন রকম দ্বিধা না করে আমাদের বলবে। কমলা যে আমাদের কত উপকার করেছে তা বলার নয়, ও এখন এবাড়ীর একজন হয়ে গেছে।"

পিসিমা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললেন,

' তুই আমার আগের জন্মের মেয়ে ছিলি, যমের সঙ্গে লড়াই করে আমায় ফিরিয়ে এনে এখন ফেলে যাচ্ছিস ? এতোদিন পরে স্বামীকে পেয়েছিস, তার কাছে তো মা তোকে ছেড়ে দিতেই হবে। ভুলে যাসনি মা, মাঝে মাঝে দেখা করে যাস।"

কর্ত্তামশাই বিনয়কে বললেন -

" তোমাদের সব কথা শুনলাম, কমলা আমাদের কত উপকার করেছে তা বললে ঠিক মত বলা হবে না। ধন্যবাদের তো প্রশ্নই আসেনা, তাতে ওকে অপমানই করা হবে। ও যা করেছে সে সবই করেছে ওর সহজাত গুণে। তোমাদের ব্যবসা ছিলো শুনেছি - যদি এখানে কিছু শুরু করতে চাও, আমি তোমায় মূলধন ধার দেবো। একটু একটু করে শোধ দিও, সুদ দিতে হবে না। এখন বাবার শ্রাদ্ধাদির কাজ শেষ করো, পরে এসে দেখা করো।"

সকলেই চোখের জলে, কিন্তু মনের আনন্দে কমলাকে বিদায় দিলো। তারপরের ঘটনা অনেক, তবে সংক্ষেপে বলি। বিনয় ধার নিয়ে বাজারে ওষুধের দোকান করেছে। ধার শোধও হয়ে গেছে। দিনে দিনে বিশাল হয়ে উঠেছে সে দোকান, পাঁচজন কর্মচারী হিমসিম খায়। বিনয় মামাবাড়ীর কাছেই বড়ো বাড়ী করেছে, ওদের তিন ছেলেমেয়ে, সুখের সংসার। বিনয়ের মা তো আছেনই, আশ্রয়দাতার বাড়ীর পিসিমাও এখন বেশীরভাগ সময় ওদের কাছেই থাকেন। কমলার সংসারে এখন "কমলা" অচলা। কমলা এ বাড়ীর বৌ, আর তার দুঃসময়ের আশ্রয়দাতা ওবাড়ীর অবনীবাবু আর তাঁর স্ত্রী বিরজাদেবীর সে হয়ে আছে এক পরম আদরের কন্যা।

"মুক্ত বিহঙ্গ"

শ্যামলী দাস

Hi! আমি শ্যামলী, শ্যামলীদি, অথবা শামলী মাসি। থাকি আমি 4515 Holliston Road প্রায় ১৯ বছর - কিন্তু প্রতি বছর পূজোর সময় আমার মন উড়ে চলে যায় 48 Hazra Road। অনেক হাসি-কান্না মেশানো এক শান্তির নীড়ে।

আজ রবিবার পূজোর আর এক সপ্তাহ বাকী, সব বন্ধুরা ফর্দ্দ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দেখা হলেই সেই একই কথা - পূজো আসছে, কত কাজ বাকী! অক্লান্ত পরিশ্রম করে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে। একবারও কারুর মুখ থেকে শুনতে পাইনা - পূজো আসছে কি মজা! কি আনন্দ! ঝলমল করে ওঠেনা কারুর মুখ।

আমিও আজ ভোরবেলা থেকে উঠে office মতন list মিলিয়ে কাজ শেষ করার চেষ্টা করছিলাম। প্রায় বিকেল পাঁচটা বাজে - দুকাপ চা আর একবাটি মুড়ী চানাচুর নিয়ে কর্ত্তাগিন্নী রান্না ঘরে টেবিলের ধারে এসে বসলাম। কর্ত্তা আবার কাগজ টেনে নিলো নতুন একটা কাজের list তৈরী করবে। জানালা দিয়ে হিমেল হাওয়া এসে লাগতেই বাইরে দেখলাম আকাশে বাতাসে মা দুর্গার আগমনী গান। হারিয়ে গেলাম এই কর্ম-চক্রে-বাধা দায়িত্ব পূর্ণ জীবন থেকে, মনে পড়লো পূজোর আগে বিস্বকর্মা পূজো, কদিন ধরে তার কি আয়োজন। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে দাদা ভাইদের order অনুযায়ী হামাম দিস্তাতে কাঁচ গুড়ানো হচ্ছে ছাদের চিল কোটায়। পূজোর পর কালি পূজো। তার জন্য উড়ণতুবড়ী, বসনতুবড়ী খোল ধুয়ে সারি সারি করে চিল কোটায় সাজানো। দুদিন বাদে কাঠকয়লা গুড়ানো শুরু হবে।

মনে পড়লো পুরানো চাকরকে জপিয়ে সিনেমার টিকিট কাটতে পাঠানো সপ্তমী অষ্টমী দুদিন দুপুর বেলা সিনেমা দেখা চাই। Opening show আর opening day তে না দেখলে ঠিক সম্মান থাকে না। তার পর সন্ধেবেলা Camalia তে বসে কোন সিনেমা star অথবা কোন music director কে দেখা হলো তাই নিয়ে জোর আড্ডা। ছোট্ট একটা ব্লাউজ পিস নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সারা গড়িয়াহাটা ঘুরে ফুচকা খেয়ে বাড়ী ফেরা। বাড়ীতে বকুনির ভয় নেই কারণ পূজো আসছে। সবাই খুশীখুশী ভাব। মা বউদিকে দেখতাম নানারকম আলোচনায় মগ্ন সন্ধিপূজোর সময় অথবা বরনের সময় কি শাড়ী পরবে। সন্ধেবেলা বেরিয়ে পড়তো পূজোর বাজার করতে।

শুনতে পাচ্ছি দূর থেকে ভেসে আসা বারোয়ারী পূজোর মাইক্রোফোনের আধুনিক গান। দেখতে পাচ্ছি ছোট বড় সবাইকার হাসিখুসি মুখ। বাড়ীর কাজের লোকেরা আলোচনায় মশগুল বাবুর বাড়ী থেকে কি পাবে। মনটা উড়তে উড়তে একের পর এক যায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলো কর্ত্তার কথায় "রান্না হয়েছে? ভিষণ খিদে পেয়েছে।" ফিরে এলাম আমেরিকার প্রাচুর্য্যে ভরা মাটিতে কর্মচক্রে ঘুরপাক খেতে।

মনে পড়লো ভাইদাদুর উক্তি - "দিদিভাই তুই হচ্ছিস 'মুক্ত বিহঙ্গ'।" ৩০০ বছরের পুরানো আদিগঙ্গার ধার থেকে চক মিলানো মামার বাড়ী আমার কাছে ছিল আতঙ্ক। দিদিভাইদের পা থেকে মাথা অবধি গয়না পরা বোবা দৃষ্টির গাঁইয়া ছবিগুলো দেখে মনে হতো ঠাকুমার ঝুলি রুপার কাঠি ছোঁয়ানো বন্দিনী রাজকন্যা। সিঁড়ির তলায় দেখেছিলাম একটা ভাঙ্গা পালকী।

শুনেছিলাম ওর মধ্যে গঙ্গায় চান করতো। পারত পক্ষে মামার বাড়ী যেতে চাইতাম না। সবার ইচ্ছে ছিল আসা যাওয়া করি, একটি মাত্র নাতনী আমি। ভাইদাদুর অনেক প্রশ্নর পর আমার মনের কথা বলেছিলাম। অনেক হেসে বলেছিলেন "তুই হচ্ছিস মুক্ত পাখি, তোকে কেউ কোনদিন বন্দি করতে পারবে না।" আজ ১৫ বছর বাদে বুঝতে পারলাম ভাইদাদুর উক্তি। যখনই দেখি অনেক নিয়ম, অনেক সমশ্যা, অনেক বাধন, আমি হারিয়ে যাই স্বপ্ন ঘেরা দিনগুলিতে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে লাগতে স্বপ্ন গেল কেটে। ফিরে আসলাম বাসতবে। রান্না চাপিয়ে উড়তে গিয়েছিলাম আকাশে। তেল নুন দিতে ভুলে গেছি। ছেলে তো জানে আজ Sunday - Pizza খাবে, তাই পেলেই খুশী। কিন্তু কর্তা তো বহুবছর বিদেশে থাকার জন্যে পুরোপুরি সাহেব। "ডাল ভাত বেগুন ভাজা" পেলে অসম্ভব খুশী হয়। যাই হোক দুর্গা বলে তো খাবার দিলাম। আচোখে তাকিয়ে দেখলাম বেশ খুশী মনেই খেয়ে যাচ্ছে। মুখে দিতেই বুঝলাম কি কাণ্ডই করেছি। মনে ভাবলাম বেশ খোলা মনের মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। বেশ মজার ব্যাপার মুক্ত বিহঙ্গ আর মুক্ত হৃদয়। স্বপ্ন দেখার আর উড়ে বেড়ানোর ডানা আমার কোন দিনই ভাঙ্গবেনা!!

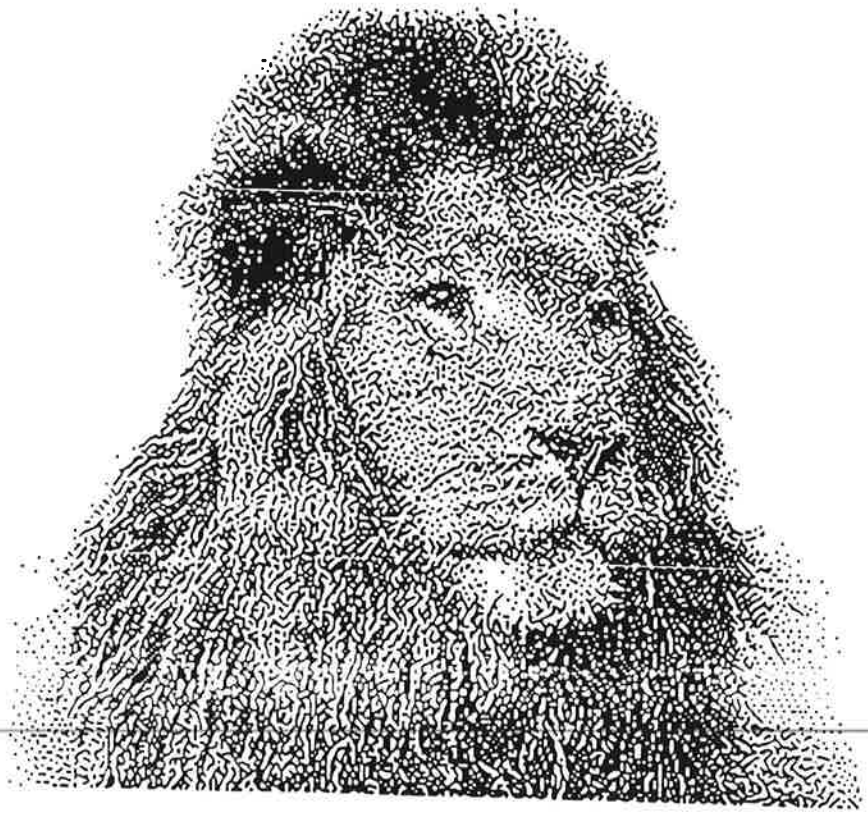

Computer-Aided Drawing - Sandipan Mitra

অর্পণ

সুতপা দাস

সোনালী রোদের অমল কিরণ
সাদা মেঘে আঁকে খুশীর হিরণ
ফুল ওঠে হেসে, পাখী ওঠে গেয়ে
কলকাকলিতে মাতে যে ভুবন।
যে পথেতে পড়ে অমল কিরণ
আলো হয়ে ওঠে সকল জীবন
আবাহন গীতে হয় মুখরিত
সুখী দুখী যত মানুষ সকল।
আড়াল রাখিতে ব্যথা সবাকার
শুচিস্মিত হাসি মুখে যে তাহার
বরাভয় আনে সেবিতে সবার
দুর করে ভীতি ব্যথা।
কর্মযজ্ঞে আহুতি দেওয়া
শোকতাপ ভুলে একতা আনা -
জীবনের স্রোতে ভেসে চলে যাওয়া
পিছু নাহি ফিরে চাওয়া।
ম্লান হয় বেলা মেঘের আড়ালে,
কেহ নাহি বোঝে - প্রদীপ যে নেভে
আলো কমে ধীরে, জীবনের বেলা
পড়ে থাকে সব ছোটাছুটি খেলা
অমল কিরণ লুকায়ে পড়েছে
গাহিতে শুধু এক জীবনের মালা।

চিরন্তন

সুতপা দাস

কাছে ছিলে যখন ভালো করে হল না দেখা
প্রতিদিনের অভ্যাসের যাঁতায় নিরন্তর ঘুরে যাওয়া
ঘামে ভেজা ক্লান্ত বিধ্বস্ত মুখগুলো
সভ্যতার যন্ত্রণায় পিষ্ট।
অভিমানভরে তাই বুঝি দূরে গেলে সরে
দূরে বহুদূরে -
যেখানে তারার আলোয় ঝিকিমিকি রাতে শুধু
সর্ব শান্তির প্রলেপ মেখে ভেসে যাওয়া,
আর শুধু চোখ চেয়ে দেখা -
সভ্যতার যন্ত্রণায় পিষ্ট
নতুন মানুষের খুশী হবার বৃথা প্রচেষ্টা।

উপলব্ধির আলো

রত্না দাস

অনেক দূরের তারা-জ্বলা
আলো দেখে
তোমার নামের পরশ
আমার নামকে অথবা
আমার মনকে ছুঁয়ে গেলো।
কোথা থেকে এলো এই আলো ?
যা দু'কূল ছাপিয়ে
আমাকে করলো উৎসুক।
পেলাম না তোমাকে।
অনেক দূরের ছোঁয়া পেলাম তবু।
আমার মন, আমার বুক
ভরে উঠলো
এই আশ্বাসে যে তুমি
আছো এখনও আমার হয়েই
আর আমার কাছেই।

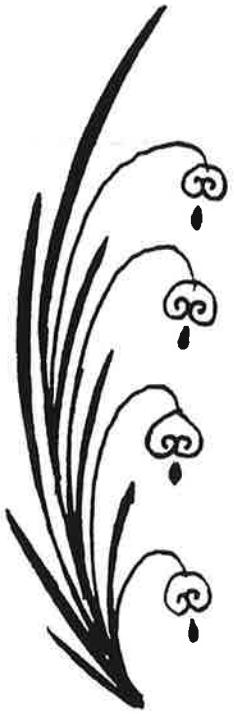

মায়ের স্মরনে

সুস্মিতা মহলানবীশ

জন্মেছিলে - লক্ষ্মী সরস্বতী যার কাছে এসে
ধরা দিল তার কোলে তুমি।
বণিকদের শাসনকালে যে ছিল সিংহ,
যার ঘরনী ছিল - কুসুমিত শ্বেত পদ্মের মত
হৃদয় অতল সাগরসম।
বিশাল হৃদয় দুটি জন্মদিল তোমায়, নাম হল সুরমা,
বোধোদয় হল তোমার ধন দৌলত তুচ্ছ জ্ঞানে,
তোমার উন্নতশির ঢেলে দিলে বৃস্ঢ়ারস্কের
ঢেউয়ের সাথে সুর্‌মা নদীর তীরে।
চল্লিশ বছরের উপর আঁকড়ে থাকলে তোমার দেবতাকে
তাঁর আদর্শে নিজেকে করে তুললে মহান,
হাহাকার ছাড়া হাসি মুখে পাড়ি দিলে অসীমের মাঝে
চারিদিকে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিলে - দেবতারা
কোলে করে নিয়ে এল তোমায় বৃস্ঢ়ারস্কের কাছে।

খিট্ খাট্

সুস্মিতা মহলানবীশ

খিট্ খিট্ করি আমি মিট্ মাট্ করে সে।
কত ভাবনাই ভাবি আমি ভাবনার থাকে যে,
আদ্ধেক কথা বলি আদ্ধেক মনেতে
থেকে থেকে পেকে ওঠে গণ্ডগোল পাকে যে।
ভাল ভাল কথা বলি ভাল সব ছবিতে
কাব্য লিখতে বুঝে ফেলি - আমি এক কবি যে।
ভাল ভাল কথা বলি ভাল সব ছবিতে
আদ্ধেক কথা বলি আদ্ধেক মনেতে
খিট্ খিট্ করি আমি মিট্ মাট্ করে সে।
সোজা কথা বলি আমি বাঁকা রোগ ধরে যে
থেকে থেকে পেকে ওঠে গণ্ডগোল পাকে যে।
ডানে গেলে বাঁয়ে হয়, বাঁয়ে গেলে ডানেতে
খিট্ খিট্ করি আমি মিট্ মাট্ করে সে।

জল না পানি

সুস্মিতা মহলানবীশ

ঘরটার মাঝে পুরু দেওয়াল।
মাঝের দরজাটায় কান পেতে শুনি -
একই শব্দ ঝঙ্কার ধ্বনি -
তফাৎ শুধু এই জলকে বলে পানি।
ছোট্ট ছেলেটি হাসে খেলে একটু শব্দ করে,
মাতৃস্নেহ এসে ঝরে পড়ে- " সোনামানিক লক্ষ্মী আমার ওরে"
মায়ের আঁচল ধরে বাবার পরে ঘোড়া চড়ে,
ভৈরবী ইমনকল্যাণ ঠিক একই ভাবে চলে।
রান্নার গন্ধে দরজার মাঝ দিয়ে একই মাছি যাতায়াত করে।
আর ভাবে ইলিশটা গঙ্গার না পদ্মার।
চারিদিকে সৌরভ ছড়িয়ে শিউলি ঝরে পড়ে
তার মাদকতায় মৌমাছিরা এঘর ওঘর ছুটতে থাকে
দরিয়ায় বসে মাঝি ভাবে - ওরা কি জলকে পানি বলে
- না পানিকে জল !

Drawing - Chaitali Basu

WORLD OF PUBLIC TRANSIT SYSTEMS AND RAIL ROADS: A BRIEF CURRENT UPDATE OF A FEW LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL SYSTEMS

Compiled by Sabyasachi Gupta (Columbia, Maryland)

INTRODUCTION

Benjamin Franklin truly wrote, "We may perhaps learn to deprive large masses of their gravity and give them absolute levity, for the sake of easy transport." In fact, one of our future modes of transportation will be MAGLEV trains, utilizing the principles of magnetic levitation! In our daily life, many of us have to use mass transit systems to commute to and from work or school. Obviously, the topic "public transit systems" evokes a lot of interest. We also talk about the future of railroading in this country, particularly the subject of "high speed rail" is often discussed. Who can forget some of the unique features of some particular transit systems and railroads such as "Noiseless rubber-tired vehicles" of Paris and Montreal systems, "Grandiose architecture" of Moscow system, "Wide-body vehicles" of San Francisco system, "Flashing edge lights," "230-foot escalators," "High speed elevators to carry passengers in 20 seconds to trains approximately 200 feet below street level" all of Washington DC system, "Exposed natural granite in station approximately 100 feet below street level" in Atlanta system, "Huge networks" of London, New York and Tokyo systems, "Speed of 190 miles per hour" of TGV Trains in France, and "Speed of 170 miles per hour" of Bullet Trains in Japan, to name a few? I am writing this article about three modern public transit systems and a national railroad with which I have been professionally associated for a number of years. The transit systems are MARTA in Atlanta, Georgia, MTA in the State of Maryland and WMATA in Washington DC and the national railroad is AMTRAK. In this article I have attempted to give a brief current update of these systems in layman's language without giving too much of technical details for the benefit of general readers, including young ones who may be interested in the exciting field of transportation. A number of terms are being used in this article. Let me first give the definitions of those terms.

Public Transit System - A system owned, controlled, or subsidized by any municipality, county, regional authority, state, or other governmental agency, including those operated or managed by a private management firm under contract to the government agency owner.

Right-of-way - Land occupied by a railroad or a rail transit system.

Heavy Rail - An electric railway with the capacity for a "heavy volume" of traffic and characterized by exclusive rights-of-way, multi-car trains, high speed and rapid acceleration, sophisticated signaling, and high platform loading. Also known as "subway," "elevated (railway)", or "metropolitan railway (metro)."

Light Rail - An electric railway with a "light volume" traffic capacity compared to "heavy rail." Light rail may use exclusive or shared rights-of-way, high or low platform loading, and multi-car trains or single cars. Also known as "streetcar," "trolley car," and "tramway."

Commuter Rail - Railroad local and regional passenger train operations between a central city, its suburbs, and/or another central city. It may be either locomotive-hauled and self-propelled, and is characterized by multi-trip tickets, specific station-to-station fares, railroad employment practices, and usually only one or two stations in the central business district. Also known as "suburban rail."

Third Rail - Also known as Contact Rail. Operable contact rail system consisting of composite contact rail and all appurtenances including protection equipment (coverboard) and electrical connections, runs parallel to running rail in the track bed. Traction power is supplied through third rail.

Unlinked Passenger Trips - The number of transit vehicle boardings, including charter and special trips. Each passenger is counted each time that person boards a vehicle.

Demand Response Vehicle - Non-fixed route service utilizing vans or buses with passengers boarding and alighting at pre-arranged times at any location within the system's service area.

Fast Track Program - Accelerated program with strategies designed to compress schedules and reduce costs.

Inter-modal Transfer Points - Transfer points between different types of transit, such as between heavy rail and bus.

ADA - 1990 Americans with Disabilities Act

MARTA - Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority

MTA - Mass Transit Administration of Maryland Department of Transportation

WMATA - Washington Metropolitan Area Transit Authority

AMTRAK - National Railroad Passenger Corporation

FRA - Federal Railroad Administration

TGV - Train a Grande Vitesse

MAGLEV - Magnetic levitation in which very powerful electromagnets lift passenger cars about six inches above a guideway and then propel them at speeds up to 300 miles per hour.

MARTA

MARTA operates bus and metro transit services in an 804 square mile service area that includes Fulton and Dekalb counties and the City of Atlanta, with a population of 1.25 million. MARTA operates a fleet of 742 buses, 21 demand response vehicles, and 240 metro cars and has an FY 1994 operating budget of $191 95 million. MARTA continues with the phased development of a planned 61-mile, 45-station metro system. Last year in June two new stations opened in the East Line which extended service by 3.1 miles. The 7.5 mile North Line will be the next segment of the system to open. Late last year MARTA announced an acceleration of its schedule for completion of the project, originally scheduled for May 1997. Instead, the line and three new stations at Buckhead, Medical Center, and Dunwoody should open on June 15, 1996, in time for the 1996 Summer Olympics that will be held in Atlanta. MARTA heavy rail system essentially consists of at-grade, aerial and subway sections and each station is architecturally different creating a variety for the riders. Five Points Station is the hub of the rail system where free transfer from East-West line to North-South line or vice versa is possible. Peachtree Center Station, located approximately 100 feet below street level, has a unique feature in that exposed natural granite is visible to the riders in the platform level. 750 Volt DC traction power is provided by "third rail." As the rail system has grown, MARTA has reoriented its bus services to provide an integrated bus and rail system designed to reduce travel times for downtown trips through the use of rail system; to reallocate bus miles previously used for downtown-oriented line-haul service to new or expanded services in suburban areas; and to develop feeder bus system to improve cross-town and suburb-to-suburb services. More than a dozen rail stations function as free intermodal transfer points, several of them with anywhere from 9 to 11 bus routes. MARTA has also started to comply with ADA requirements.

MTA

MTA operates transit services throughout the state of Maryland and extending into Washington and West Virginia. The agency operates a fleet of 865 buses; 35 light rail and 100 metro vehicles; 108 regional passenger rail cars; and 4 electric and 20 diesel-electric locomotives, with an annual operating budget of $191.7 million. Expansion work continues for MTA's fast-growing rail transit system. Service was extended over full 22.5 mile first phase of the Central Light Rail Line in August of 1993. Presently service is up to Timonium in the north and Glen Burnie in the south of Baltimore. Work is supposed to start soon for the second phase which will link Timonium to Hunt Valley in the north, Linthicum to Baltimore-Washington International Airport in the south, and extend service to Pennsylvania Station in Baltimore. This will expand light rail to its full planned 29-mile length by 1997. 750 Volt DC traction power for light rail is provided by overhead trolley wire catenary system. Light rail vehicles are capable of achieving speeds up to 55 miles per hour. Light rail system essentially consists of at-grade and a few aerial structures, with the stations having simple shelter type construction. Construction is well advanced on a 1.5 mile, two station extension of the Baltimore heavy rail

system that will extend service from downtown Baltimore to the Johns Hopkins University medical center when it opens in mid-1995. 750 Volt traction power for heavy rail is provided by "third rail." MTA continues to add new motive power and cars to serve one of the fastest growing regional passenger rail riderships in the USA. This year MTA will take delivery of 19 remanufactured diesel locomotives and plans to order another 6 electric locomotives and 40 bi-level passenger cars. Last year, MTA began tests of an innovative traffic signal pre-emption system for buses operating on Maryland Route 2 in the Baltimore-Annapolis corridor. The optical communication system used gives operators a capability to both extend a green signal for an approaching bus and to "queue jump" by providing buses with an opportunity to move into an intersection ahead of other vehicles. MTA has already started to comply with ADA requirements.

WMATA

WMATA provides transit service to 840.8 square mile service area that includes the District of Columbia; Montgomery and Prince George's counties in Maryland; and Arlington and Fairfax counties, Fairfax City, Falls Church, and Alexandria in Virginia. The population of this service area is more than 3.2 million. WMATA operates 764 metro vehicles and an active fleet of 1,439 buses and has a FY 1994 operating budget of $615.9 million. With the opening of an 8-mile, four station segment of the Green Line between Greenbelt, Maryland, and a junction with the Red Line at Fort Totten in DC last December, WMATA completed 89 miles of Metro construction. WMATA is now pushing ahead with a ten-year, $2.1 billion Fast Track Program that will complete the final 13.5 miles of a 103-mile heavy Metrorail system. WMATA expects to complete the system in four segments that are scheduled to open between 1997 and 2001. Construction is already underway for a Blue Line extension to Franconia-Springfield, Virginia; a Red Line extension from Wheaton to Glenmont, Maryland; and a Green Line segment between Fort Totten and U Street-Cardozo in DC. 750-Volt DC traction power for the metrorail system is provided by "third rail." Metro vehicles are capable of achieving speeds up to 75 miles per hour. WMATA pioneered the use of flashing lights and distinctive edges to warn visually and hearing impaired riders of approaching trains. Now WMATA has started to comply with ADA requirements in signage and was given time to test alternative platform edges. Forest Glen station in Maryland is the deepest station in the planned 103-mile system, requiring high speed elevators instead of escalators to carry passengers in 20 seconds to trains approximately 200 feet below Georgia Avenue. Wheaton station in Maryland has 230-foot escalators, the longest outside of St. Petersburg in Russia. A notable feature of WMATA system is that all the underground stations look alike with vaults with coffered ceilings. Apart from Fast Track construction program, WMATA's $764 million fiscal 1994-1998 Capital Improvement Program includes funding for an overhaul of the system's original 298-car Metrorail fleet; rehabilitation of oldest Metrorail stations; overhaul of older elevators and escalators; renovation of 637 automatic fare collection gates and their data systems; track, tunnel and right-of-way rehabilitation; rehabilitation of automatic train control equipment and communication systems. Metrobus system capital projects include the purchase of approximately 700 buses; construction of Southeast replacement garage; bus garage rehabilitation; and acquisition of a state-of-the-art radio system for Metrobus system and transit police.

AMTRAK

AMTRAK has developed an "incremental approach" in connection with high speed rail. This method avoids costly investment in new, dedicated infrastructure. Tilt trains like Sweden's X2000 and Italy's Pendolino are designed for this kind of service. Research has shown that if travel time between city pairs can be maintained at three hours or less, many travelers will choose rail service over airlines. Reducing trip time is the objective, using equipment that can negotiate existing rights-of-way in less time than conventional equipment. Swedish State Railways chose this approach for

its line between Stockholm and Gothenburg, using X2000 technology. AMTRAK's 125-miles per hour Metroliner is currently the only high speed service in North America. Metroliners are a significant part of the better-than 40% share of the air/rail market that AMTRAK commands in the 225-mile Washington, DC - New York City portion of the Northeast Corridor (NEC). AMTRAK is now working toward making its 231-mile New York - Boston NEC route as competitive as New York - Washington DC In December 1992, AMTRAK began a series of equipment tests in the NEC in preparation for the procurement of 26 high speed train sets, capable of 150 miles per hour, that will be in service in 1997, the first step in what is envisioned as a series of incremental improvements across the USA. This program included demonstration service of the X2000 and ICE (Inter City Express of Germany), both of which became very popular with Metroliner patrons. X2000 maintains its fast schedule by tilting into curves, but it has a top speed of a little over 150 miles per hour. The ICE train cannot tilt and must slow for curves, but its 13000-horsepower locomotives accelerate out of curves like a jack rabbit. The ICE normally runs at a top speed of 175 miles per hour and has tested as fast as 252 miles per hour. The train sets will be the basis for equipment that can be used virtually anywhere on upgraded rights-of-way. Included in the procurement will be 2 non-electric power units of either diesel-electric or turbine propulsion. Purchase of this train sets is part of $1.3 billion Northeast High Speed Rail Improvement Project, which includes extending electrification of the Northeast Corridor north from New Haven, Connecticut to Boston, and upgrading track and signaling to accommodate speeds of up to 150 miles per hour. New York - Boston travel time of less than three hours is the goal. Also, since April 1 of this year AMTRAK has been conducting six-month trial with Spanish-built Talgo trains in Seattle-Portland Corridor. These trains tilt with considerable more ease than X-2000. Although AMTRAK is not involved, FRA. has recently provided grants to construct and test a prototype superconducting magnet designed for lifting and guiding potential future MAGLEV trains.

CONCLUSION

Construction of the energy-efficient metrorail systems in USA is being done utilizing most modern techniques, including New Austrian Tunneling Method. It is a tribute to American Engineering that after San Francisco's 1989 earthquake, the city's public transit system shut down for only one hour, with no major damage to the system. Also, after January 1994 earthquake in Los Angeles, Metrolink, the commuter rail network, came to the rescue of most Southern Californians. Capital Improvement Programs for the repair and rehabilitation of the existing systems are now continuing nationwide. Expansion of existing heavy rail or light rail systems are currently under way in a number of major cities, notable amongst them are San Francisco Bay Area heavy rail system; Los Angeles light rail and heavy rail systems; Portland, Oregon light rail system; St. Louis, Missouri light rail system; Dallas, Texas light rail system; San Diego, San Jose and Sacramento light rail systems in California. Similarly, nationwide a number of corridors have been identified for high speed rail service, notable amongst them are New York - Albany - Buffalo; Miami - Orlando - Tampa; Dallas - Houston-San Antonio - Austin; Vancouver - Seattle-Portland; San Diego - Los Angeles - San Francisco - Sacramento - Reno - Las Vegas-Phoenix - Orange County. High speed rail funding does not, at least for the short-term, look very promising. However, efforts are continuing in particularly New York State, Washington State and Florida State toward the above goals. Texas high speed rail project, however, encountered severe and possibly fatal financing problems early this year. It has become increasingly clear that funding for high speed rail projects must come from a combination of public and private sources, in view of what happened in Texas where private financing was originally desired. Internationally, new metrorail systems are being constructed in a number of cities, notable amongst them are in Athens, Greece; Ankara, Turkey; Taipei, Taiwan; and Algiers, Algeria. In Athens, archeological digs have already impacted the construction schedule, delaying by one year the start-up of tunneling

operations, which began in May this year. Construction has already started to build a second Metro line in historic Cairo, Egypt. Korea is going ahead for a new high speed rail line between Seoul and Pusan utilizing TGV's technology. In Italy, work started in April of this year on the 204-km Rome - Naples high speed rail line. In Spain, the Ministry of Transport announced a national infrastructure plan that includes several new high speed rail links. In Holland, a route for a high speed rail line linking the Belgian border with Amsterdam has been selected. Lastly, I must mention about our own beloved Calcutta Metro, which is comparable with any other good system in the world and has a simple but unique feature of "Indian Music and Film Video" in each station so that waiting passengers in the platform level do not get bored and can have a good time!

BIBLIOGRAPHY

1 1993 Transit Fact Book - American Public Transit Association
2 The Washington Post dated November 20, 1971; September 16, 1990; November 2, 1992; July 25, 1993; April 16, 1994 and July 8, 1994
3 ENR dated June 7, 1993 and August 23, 1993
4 The Sun dated March 30, 1992
5 Transit Connections dated March, 1994
6 Progressive Railroading dated June, 1994
7 Railway Age dated June, 1994 and August, 1994
8 World Tunneling dated February, 1994
9 Supertrains- Joseph Vranich
10 Article "Baltimore Central Light Rail Line: Factors, Criteria Considered in the Development of Master Schedule" by Sabyasachi Gupta (Presented to P.M.I. Washington DC Chapter, March, 1991)

Transit System / Railroad	Mode	Number of Routes	Route Miles	Annual Ridership (Unlinked Passenger Trips in Millions)
MARTA	BUS	149	1,540	73.3
	HEAVY RAIL	2	40	66.8
	TOTAL	151	1,580	140.1
MTA	BUS	61	1,425.2	88.0
	COMMUTER BUS (Operated with Private Operators)	6	929	1.1
	LIGHT RAIL	1	45	5.5
	HEAVY RAIL	1	26.6	12.0
	COMMUTER RAIL (MARC)	3	373.4	4.5
	TOTAL	72	2,807.2	111.1
WMATA	BUS	409	2,770.0	132.6
	HEAVY RAIL	5	178.0	149.5
	TOTAL	414	2,948.0	238.8
AMTRAK	INNER CITY & COMMUTER RAIL		25,000	22.0 (INNER CITY) 30.0 (CONTRACT COMMUTER SERVICES)

Yes, It Is a Big THANK YOU

By Jayanti Lahiri

The three months of gorgeous Atlanta spring came and went but this year left me in a pensive mood. I was totally homebound, away from work. It would be ideal if it had been just that, but instead I was recovering from very major surgery in excruciating pain and spending sleepless days and nights.

I always look forward eagerly to the arrival of spring. This year it came to me in a totally different guise. One of the two windows of my bedroom where I was at this time, opened out to nothing but green. Oak and hickory branches almost touched the window. Looking out you saw nothing but tall trees with bright new green leaves, deep tangles of vine and little bits of bright blue sky. Beyond our fence is a vast expanse of woods and if you did not know, you would think you were in the middle of the biggest estate, miles away from the nearest population. It was as quiet as you could imagine except for an occasional airplane noise. Plethora of birds of all different plumes chirped away merrily from early morning until nightfall. Once in a while I would venture out into the sunroom. Oh, what a beautiful experience. Usual peace and quiet, green trees, fresh blooms in every yard, children walking back from school. Gradually kids big and small from the entire neighborhood would flock into our little cul-de-sac - on bicycles, on rollerblades, in strollers being pushed by mothers. Occasionally a toddler or two would toddle away into the driveway, mothers running after them to catch them and bring them back. These sights I have missed before, having been away at work. In spite of all my physical pain and discomfort, there surely was a sweet side to my long recovery at home.

The best experience of this period has been with friends and family. Our two children, who live far from us in faraway cities, have called long distance, every day, some days more than once, to cheer up, to encourage, to raise spirits, or maybe just to listen patiently to what I had to say. Every weekend I have had numerous phone calls from friends and family, old and young, far and near. Flowers flowed in, cards and good wishes too many to mention. The sweetest experience was food from friends. They have cooked large quantities of the most delectable foods and brought for us over and over again. Our freezer and refrigerator have been stuffed with food and we have eaten well.

I always knew I had a great family. I do not intend to embarrass my husband who for the first time in his life has had to do all the cooking, cleaning, shopping, washing, taking care of an almost totally immobile wife, besides his regular office job. He is a great fun-loving person who likes to go places, visit people, eat out, and enjoy life. For over three months, he has led a most mundane life possible and n e v e r c o m p l a i n e d. Our son has visited so many weekends, driving over seven hundred miles round-trip, to be with me, to cook for us, to clean for us. Our daughter and her family came back to the country after a long sojourn in Europe, and while still in the settling down process, made a long plane trip down south with our precious little grandson, took us out for a grand Father's Day treat, and brought real spring into the house. Everybody pitched in and made my life not only bearable but almost enjoyable through this long time. I am so glad that all that is behind me now and I just want to say a big THANK YOU to everybody that has taught me to see how nice people can be and most importantly how blessed I am.

Early Evening

Please do not turn on the T.V.
It is time for the local evening news.
Haven't we seen enough of
The trials of O.J. Simpson?
Nor do I want to know
The gory details of today's
Inevitable murders, arsons,
Rapes, and accidents.
What's the point? - Do you remember
Last week's? Is it any different from
Yesterday's slaughter, fire, assaults, and collisions?
Just change in your imagination the
Location and a few minor details and
You get the same story of waste,
Destruction, agony, and misery.
Let the T.V. remain silent.
Let us step out of the house to the green grass
Where trees rustle in the wind and
The birds sing. It feels good.
You and I are alive and have each other.
All is beautiful.

–Pranab Lahiri

Untitled 1

Old poetry like old beer
Flat and stale,
Smelling sharp, cheap as a light
Blue polyester suit in sunlight.
This new poetry is hard -
Its rhythms ring unfamiliar
To ears despairing for hope,
Reduced to celebrating monotony.
Wring unfamiliar pain,
Tears too long dammed -
Swelled, rent, bring ease
And shatter all the old idols.

–Yasho Lahiri
(New York)

Untitled 2

It has been quite lonely here
Alone with only thoughts of you.
My smiles not quite smiles,
But brief moments when my
Whole and potent yearning
For you - touch, feel, hear -
Is interrupted but briefly
And the longing for you
Momentarily diverted,
Much as a piece of paper may -
For a while - hide a candle flame
Yet only to erupt enflamed.
Like the ascetics search and wait
For divine revelation,
I have been single-minded,
devout,
Unceasing in my quest.
This so-ordinary life has been
The torture chamber
To try my soul, to test its mettle.
I emerge, as from fire,
Wholly pure, with new vision -
My love enlarged, my heart
Yearning with ever greater vigor
To test the claims that may
Yet restrain from wholly loving -
A new Prometheus, a new Dante,
The same immortal, unchanging
Beatrice.

–Yasho Lahiri
(New York)

MY OWN PARADISE

When gloom and sadness fill my day. I wander through a mysterious forest to discover nature's beauty. Hovering over me. the thick oak trees form a canopy to shelter the ground. The sun's luminous rays shine through the cracks in the canopy. giving enough light to let the flowers bloom. Below me. the colors of violet. fuchsia. and magenta sprout from the ground. Beneath my feet. the soft pillows of grass comfort each step I take.

Rainbow-colored butterflies dance through the air searching for nectar. Harmless insects linger around my face. while other creatures flee from the noise I make.

The faint sound of birds singing their melodious tunes calms the forest's eerie mood. All around me. the soft wind whispers through the trees. The sound of a nearby waterfall soothes me as the continuing humming of bees tickles my ears.

As I journey deeper into the forest. I notice the patches of azaleas blooming near a brook. On my left. a carpet of clovers invites me to sit down and enjoy the view. To the right of the clovers. a path of red ants feverishly gather their lunch.

The sky's blue-green shade colors the Earth's atmosphere as blue jays head toward their favorite drinking spot. Scattered clouds seem to envelop the world's problems and the peacefulness of the forest takes my gloom away.

Nandini Banik

Confidence

The others don't praise us
They just make a fuss
We know that we are better
We have all the trust
The trust that we can do it
The faith that we can overcome obstacles
And the things that get in our way
That is what makes us better
That is all there is to say.

–Rajarshi Gupta
(Columbia, MD)

What It's Like in Japan

The man from Japan
who had a tan
ran over the fan
and said, "Ban those
golden cans." "No," said
the fan, "until you
shine the pans inside
the red and white van."

–Priyanka Mahalanobis
(Age 9)

Cake

I like cake!
It is not good for you,
It has sugar in it.
I like big cakes,
I like little cakes.
They all taste good, even cupcakes.
When you go to a store,
You will find birthday cakes!

–Joe Bhaumik
(Age 8)

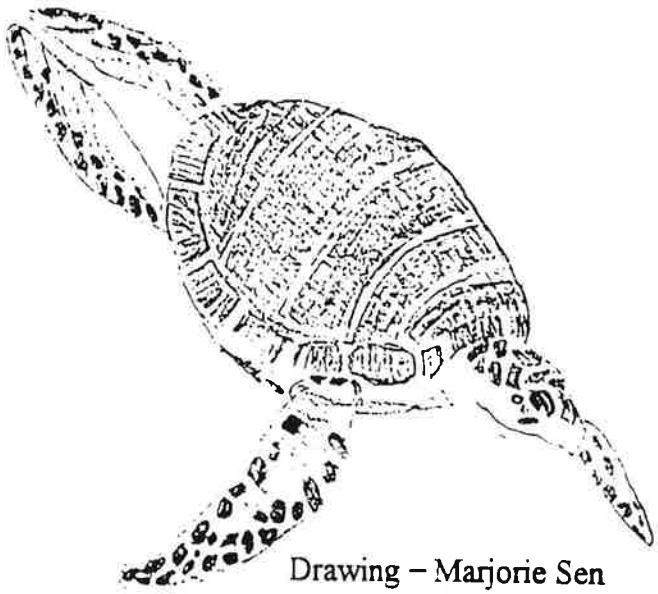

Drawing – Marjorie Sen

The Three Little Butterflies

Three little butterflies resting on a log ,
One slipped off and fell into a pond .
Two little butterflies flying in the sky ,
Then came a bird and ate one butterfly .
One little butterfly as scared as can be,
Didn't have friends and wasn't happy .
Then came some butterflies to be his friend ,
They did, and now it's the end .

Written by Pia Basu
Illustrated by Rahul Basu

When My Stuffed Animals Came To Life

Pia Basu

One day as I was doing my homework I felt something pulling my leg. I thought it was my dog, but when I looked down I saw Honey, my stuffed bear pulling my leg. "Goodness Gracious," I screamed.

Then Honey said, "Pia, why are you screaming?" "Because I don't know that stuffed animals could move and talk," I said in a soft voice. "How did you get real?" "Well it all happened like this," Honey started. He told me that Spark made him and all the other stuffed animals real. "Who is Spark?" I asked. "One of my friends," said Honey. He said "Only stuffed animals could see him but humans couldn't."

I asked Honey, "Where are the other stuffed animals?" Honey lead me into the closet and said "Each stuffed animal has something to tell you." "What do you have to tell me?" I asked them. "What we don't like when we are not alive," Jessica the stuffed cat answered. Jessica said she didn't like it when super puppy rode on her and called her Super Kitty.

The pink elephant, Winnie the Pooh, Tony the tiger, and more stuffed animals said they didn't like sitting on a shelf all the time. They wanted me to move them around sometimes. I told them, "I'll be sure to move you around everyday." Honey and his sister Happy said they didn't like being smashed under the pillows and told me to cuddle them.

We played in the park after coming home from school. I also played school with them. At night I slept with all of them.

One day when I came home from school I didn't see any stuffed animals. "Where did they go?" I asked my parents. But they didn't know. My parents said, "Don't worry they'll be back."

I was very sad. "Where could they have gone?" I thought. When I was lying in my bed, I heard some voices. "They're back," I said. "Where have you all been?" I asked. "We went to see other stuffed animals," said Winnie the Pooh. "That's all right but always let me know when you go somewhere."

I told them I would not do the things that made them feel bad anymore. The stuffed animals said "Spark is here to change us back into stuffed toys again." "Will you be alive again?" I asked. "Yes," they said. "Every month Spark will make us real." I was sad they wouldn't move and talk for a month, but also happy they would be real every month. When they did turn real I played new games with them and we had the most wonderful times of our lives.

Birds of Prey

Rahul Basu

Birds of prey eat other birds, mice, rats, rabbits, hares, sloth, fish, snakes, insects, and eat dead animals. All birds of prey can fly. All have keen eyesight. Some have VERY sharp talons (claws), and have hooked beak for tearing meat.

Eagles, Hawks and Falcons

The bald eagle is the national bird of the USA. The bald eagle is also known as a fish eagle. The bald eagle lives near water. So it eats fish. Nests of bald eagles are very large.

The golden eagle lives in North America, Europe and Asia only in the mountains. It gets its name from the shiny feathers on its head and shoulders. It has a wingspan of seven feet!

The harpy eagle is the largest eagle. Because it is the largest eagle it eats parrots and sloth. It lives in the rain forest.

The American kestrel is the smallest hawk in the USA. Its favorite foods are mice, sparrows and grasshoppers.

The red-tailed hawk gets its name from its red tail. It lives in wooded areas of North America. Other kinds of hawks are the sparrow hawk and the broad-winged hawk.

The peregrine falcon can fly 200 miles per hour when attacking prey! Once many died from pesticide poisoning. When these falcons ate birds or insects that were sprayed with pesticide, they died or laid eggs that would not hatch. Another kind of falcon is the prairie falcon.

Kites

The swallow tailed kite eats and takes a bath while flying. Other kinds of kites are the Mississippi kite, snail kite and curved billed kite.

Vultures

The Andean condor is the largest flying bird. It has a wingspan of 12 feet! It lives in the Andes mountains of South America.

The California condor is on the verge of extinction. That means not many are left. It is a slow breeder laying only 2 eggs each season after it is 6 years old. Other kinds of vultures are turkey and black vultures.

Owls

The snowy owl lives in Alaska and Canada. They have yellow eyes and white and black feathers. Other kinds of owls are elf owl – the smallest owl, long eared owl and the short eared.

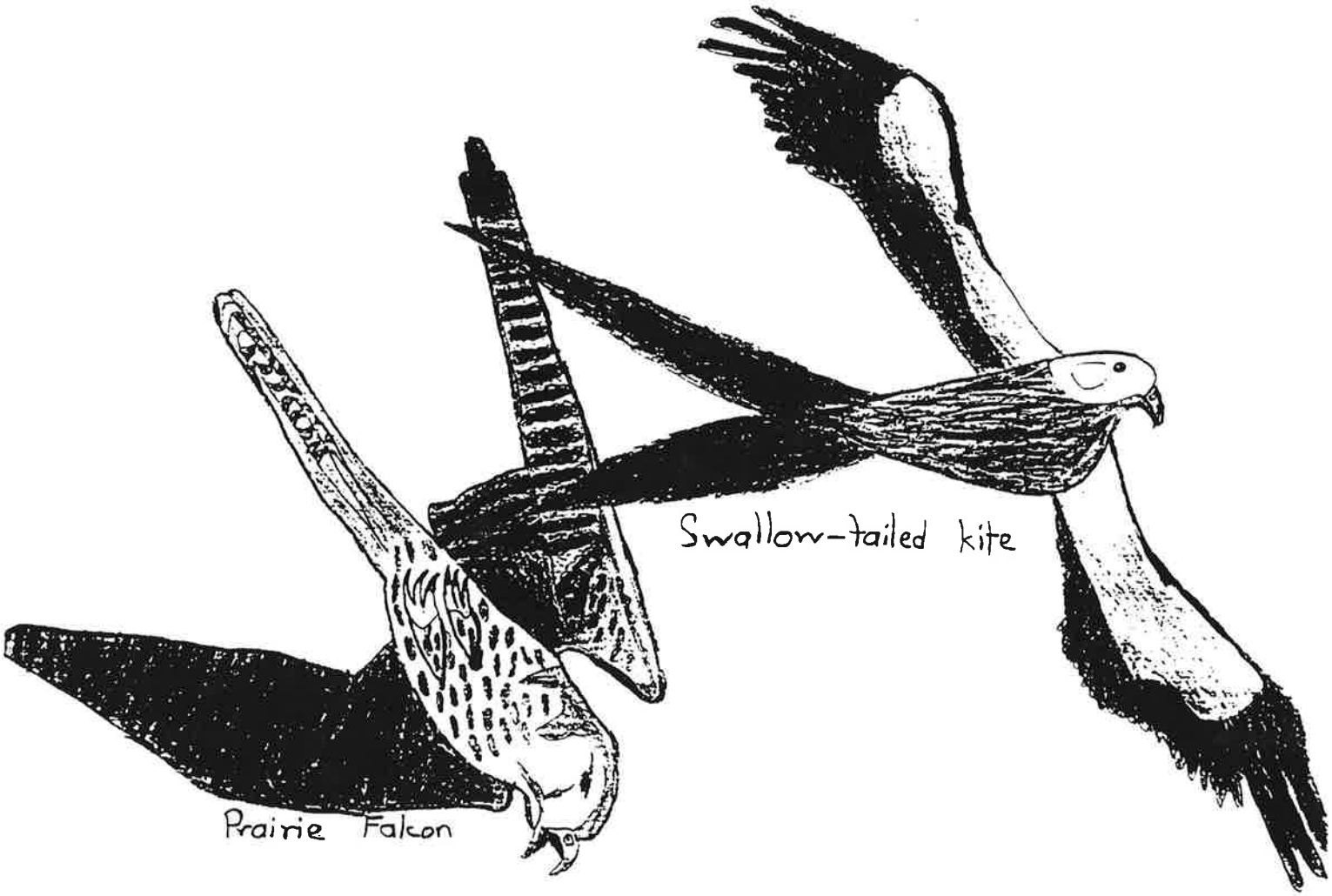

Birds Of Prey

Rahul Basu

Entertainment Program - October 8, 1994
4:00 PM

1. Opening Song	- Polly Bhattacharyya
2. Garbha Dance	- Aditi, Alpa, Arti, Gouri, Radha, Rashi, Sujata, Sumita
3. Recitation	- Rajib Bhattacharyya
4. Folk dance	- Choreographed by Kakoli Pal
5. Vocal	- Madhumita Chatterji
6. Group Dance	- Atasi, Priyanka, Rinita, Zinnia
7. Vocal	- Saibal Sen Gupta
8. Instrumental	- Sitar: Meghna Kulkarni - Tabla: Anil Sharma
9. Vocal	- Indrani Ganguli
10. Bharatnatyam Dance	- Choreographed by Kakoli Pal
11. Vocal	- Nilanjana Chatterji
12. Vocal	- Asok Basu
13. "Swapna Noy" Folk Dance	- Arti, Atasi, Bipasha, Madhumanjari, Mahua, Marjorie, Priyanka, Sarmishtha, Sutapa, Soma Choreography and Direction: Shyamoli Das Narration: Saibal Sen Gupta Script: Samar Mitra Instrumental Music: Amitava Sen

INTERMISSION

14. Bengali Play "Bharate Chai" by Narayan Gangopadhyay	- Atlanta Group

Bharate Chai

Synopsis of the Bengali play by Narayan Gangopadyay

Bharate Chai, which literally translated means "Tenant Wanted," is a humorous play with many characters. The principal characters of the play are Bhupen, the landlord, and his nephew Gablu. They have advertised for renting a room and are visited by a series of prospective tenants. First comes Ramram who wants free use of the room for a neighborhood card playing club. Ramram is followed by Mr. Gupta and his valet Kanai. They want the room to keep their eight dogs. They are followed respectively by a theatrical group, a lunatic who thinks he is Emperor Shah Jehan, and a married couple – Krishnadas and Bishakha – who become engaged in a furious domestic quarrel. Gablu wants his uncle to give the room for free to a neighborhood public library but Bhupen insists on being paid rent. Then follow the other prospective tenants, namely three women who want to start a dance school, and a Swami and his disciples who want to establish an ashram (of course, rentfree). Then Ramram, who having been turned down is mad at Bhupen, invites a large group of people to hold a funeral meeting in Bhupen's room. In the end however, Gablu plays a master trick and Bhupen has no choice but to agree to let the neighborhood library use the room rentfree.

Cast (in order of appearance)

Bhupen	- Samarendranath Mitra
Gablu	- Soumya Kanti Das
Ramram	- Pranab Lahiri
Mr. Gupta	- Somnath Mishra
Kanai	- Sanjib Datta
Sidhu	- Amitava Sen
Kelo	- Sanjib Dutta
Naresh	- Swapan Bhattacharyya
Paresh	- P. K. Das
Shajahan	- Pranab Lahiri
Krishnadas	- Bijan Prasun Das
Bishakha	- Kalpana Das
Nantu	- Amitava Sen
Shantu	- Robi Shankar Basu
Sheila	- Achira Bhattacharyya
Ella	- Shyamoli Das
Ivy	- Sushmita Mahalanobis
Kalikananda	- Jayanta Mahalanobis
Shyamacharan	- Robi Shankar Basu
Harakali	- Swapan Bhattacharyya
Bamacharan	- Somnath Mishra
Nitai	- Debankur Das
Dashu	- Swapan Bhattacharyya
Janardan	- P. K. Das
Bijoy	- Sanjib Dutta
Kripashindhu	- Robi Shankar Basu
Sujoy	- P. K. Das
Ajoy	- Swapan Bhattacharyya

Direction - Jayanti Lahiri

Special Thanks for Decoration, Food, Costume, Video, and other help to:

Achira Bhattacharya
Amitava Sen
Anjali Dutta
Arati Mishra
Asok Basu
Bijan Prasun Das
Bipasa Ghosh
Bula Gupta
Chaitali Basu
Debankur Das
Dharmajyoti Bhoumik
Dolly Dey
Ira Mukherjee
Jayanti Lahiri
Kakoli Paul
Kalpana Das
Kalpana Ghosh
Krishna Sen Gupta
Madhumanjari Ghosh
Mamata Basu
Mamata Ghorai
Maya Mukherji
Mimi Sarkar
Pran Paul
Pranab Lahiri
Priya Kumar Das
Rekha Mitra
Rupak Das
Saibal Sen Gupta
Samar Mitra
Sandipan Mitra
Sanjib Datta
Shanta Gupta
Sharmistha Das
Shyamoli Das
Sibani Chakravorty
Soma Datta
Somnath Mishra
Sougata Mukherjea
Sujata Mitra
Susmita Mahalanobis
Sutapa Das
Suzanne Sen
Swapan Bhattacharya

PUJARI
Atlanta, Georgia
Statement of Accounts
1993 DURGA PUJA AND LAKSHMI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
Balance from 1993 Saraswati Puja	$1,602.18	ICRC Hall Rental & Security Guard	$690.00
Donations	$3,567.25	Saris for Pratimas	$50.00
Advertisement	$100.00	Decoration/Program	$367.78
TOTAL RECEIPTS	$5,269.43	Van Rental	$154.89
LESS EXPENSES	($3,280.14)	Prasad & Food	$1,794.73
BALANCE	$1,989.29	Miscellaneous	$222.74
		TOTAL EXPENSES	$3,280.14

1994 SARASWATI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
Balance from 1993 Durga Puja	$1,989.29	ICRC Hall Rental, Annual Donation	
Donations	$1,066.00	and Security Guard	$445.00
TOTAL RECEIPTS	$3,055.29	Decoration	$53.00
LESS EXPENSES	($966.50)	Prasad and Food	$376.50
BALANCE	$2,088.79	Miscellaneous	$92.00
		TOTAL EXPENSES	$966.50

Drawing - Mimi Sarkar

Vitha Jewelers, Inc.

A Trusted Name in Jewelry for Over 18 Years

LONDON o NEW YORK o ATLANTA o CHICAGO

A large collection of 22 KT Gold Jewelry in Indian Artistic Designs

* RINGS * CHAINS * PENDANTS * NECKLACES *
* MANGALSUTRA * WEDDING BANDS *
* BABY RINGS AND BRACELETS *
* 4 PIECE SETS *

24 KT Gold Bars, Coins, Bangles and Chains

Fine quality CZ Jewelry in 22 KT and Much, Much More

MAIL ORDERS ACCEPTED o REPAIRS DONE ON PREMISES

SHOWROOMS

NEW YORK

Rajsun Plaza, 37-11 74th St., Suit
Jackson Hts, NY 11372
(718) 672-GOLD
(718) 672-8146

ATLANTA

1594 Woodcliff Dr., Suite B
Atlanta, GA 30329
(404) 320-0112
(404) 320-0267

CHICAGO

2651 West Devon Ave.
Chicago, IL 60659
(312) 764-4735
(312) 764-4701

FRESH GOAT * LAMB * BEEF * CHICKEN

GEORGIA HALAL MEAT

1594 Woodcliff Drive - Suite C
Atlanta, GA 30329

ABBAS MOMIN

(404)315-7224

PUJARI : ATLANTA : MEMBERS DIRECTORY - 1994

DEBJANI & SUBHASHISH
204 Summer Wind Drive
Jonesboro, GA 30236

AKMAL, NILA & MUSHARATUL HUQ
4300 STEEPLE CHASE DRIVE
POWDER SPRING, GA 30073
(404) 439-7308

BANDYOPADHYAY, NARAYAN & ANIMA
1849 Hidden Hills Drive
N. Augusta, SC 29841
(803) 278-2707

BANDYOPADHYAY, RANJIT & CHHANDA
3629 Pebble Beach Drive
Martinez, GA 30907
(706) 868-7627

BANDYOPADHYAY, SWAPAN & SUCHIRA
461 Creek Ridge
Martinez, GA 30907
(404) 868-8300

BANERJEE, MR. & MRS. SUBIR
4533 SHERRY LANE
HIXSON, TN 37343
(615) 870-2373

BANERJEE, SUKUMAR & NIBEDITA
723 Jones Creek
Evans, GA 30809
(706) 855-7268

BANERJI, SHIBESH K.
Country Club, 3260 F Medlock Bridge
Norcross, GA 30092

BANIK, DR. & MRS. NAREN N.
2337 STEVENSON DRIVE
CHARLESTON, SC 29414
(803) 571-6010

BASU, MADHUMITA & ASIS
1620 Rosewood Drive
Griffin, GA 30223

BASU, MAMATA & ASOK KUMAR
494 RUE MONTAIGNE
STONE MOUNTAIN, GA 30083
(404) 292-8323

BASU, ROBI & CHOITALI
208 HILL TOP DRIVE
PEACHTREE CITY, GA 30269
(404) 487-4922

BATRA, RAJIV & MIRA
1766 COVENTRY ROAD
DECATUR, GA 30030
(404) 373-4277

BHARGAVE, JAGAN
8232 CARLTON ROAD
RIVERDALE, GA 30296
(404) 471-4418

BHATTACHARYYA, MR. & MRS. NRIPENDRA
122 ASHLEY CIRCLE # 3
ATHENS, GA 30605
(404) 543-8333

BHATTACHARYYA, MUNNA & SWAPAN
6480 Calamar Drive
Cummings, GA 30130

BHATTACHARYYA, PARNA
150 E Rutherford Street
Athens, GA 30605
(706) 613-0987

BHATTACHARYYA, RASH & SUJATA
710 LOUIS DRIVE
WEAVER, AL 36277
(205) 820-4229

BHATTACHARYYA, SUDHAMOY
4616 MULBERRY CREEK DRIVE
EVANS, GA 30809
(706) 855-8515

BHAUMIK, DHARMAJYOTI
185 Pine Club Lane
Alpharetta, GA 30202

BHAUMIK, MAHASWETA
4351 Revere Circle
Marietta, GA 30062

BHOWMICK, NEIL
143-B Sandburg Street
Athens, GA 30605

BISWAS, TAPATI & ALOKE
4742 N. Landing Place
Marietta, GA 30066

BISWAS, TARUN KUMAR
4001 Pelman Road #118
Greer, SC 29650

BOSE, ARINDAM
25544 Georgia Tech Station
Atlanta, GA 30332
(404) 875-1241

BOSE, NANDITA & ANIL K.
315 Kingsway
Clemson, SC 29631
(803) 654-4898

CHACRABORTY, BENU GOPAL & SHIBANI
1600 Louise Drive
Jacksonville, AL 36265
(205) 435-3629

CHAKRABORTY, CHITRA & RANES
5049 CHEROKEE HILLS DRIVE
SALEM, VA 24153
(703) 380 2362

CHAKRAVARTI, BULBUL & DEB NARAYAN
1360 Star Cross Drive
Vestavia Hills, AL 25801

CHAKRAVORTY, MRS. SRIPARNA
164 Rivoli Landing
Macon, GA 31210
(912) 474-5390

CHAKRAVORTY, SATYA
3000 Esquire Circle
Kennesaw, GA 30144

CHOWDHURI, KANIKA & DILIP
9404 Ashford Place
Brentwood, TN 37027
(615) 370-3575

CHOWDHURY, DR & MRS TARUN K.
3968 Castlewood Parkway
COLUMBUS, GA 31907
(404) 561-2558

DAS, ANJANA & ASHIT
879 Tahoe Way
Roswell, GA 30076
(404) 642-9666

DAS, DR. K. K.
620 Peachtree Street N.E. Apt # 613
Atlanta, GA

DAS, KALPANA & DR. BIJAN P.
1364 CHALMETTE DR.
ATLANTA, GA 30306
(404) 874-7880

DAS, LEKHA & AJIT
1382 Chapel Hill Court
Marietta, GA 30060

DAS, NIRMAL
109 Teressa Drive
Statesboro, GA 30458

DAS, NIRMAL & ASHIMA
5110 MAIN STREAM CIRCLE
NORCROSS, GA 30092
(404) 446-5691

DAS, SHARMISTHA & DEBANKUR
500 North Side Circle #DD3
Atlanta, GA 30309

DAS, SHYAMOLI & P. K.
4515 HOLLISTON ROAD
DORAVILLE, GA 30360
(404) 451-8587

DAS, SUTAPA & SOUMYA KANTI
1476 Country Squire Court
DECATUR, GA 30033
(404) 496-1676

DATTA, BAISHALI & GOURISHANKAR
102 College Station Road #F 109
Athens, GA 30605

DATTA, HARINARAYAN
Dept. of Statistics, Univ. of Georg
Athens, GA 30602

DATTA, SOMA & SANJIB
950 Brookmont Drive
Marietta. GA 30064
(404) 590-0106

DATTA GUPTA, INDRANI & RANJAN
215 Weatherwood Circle
ACQWERTH, GA 30201

DE, SWADESH
Medical Coll. Apt#D.11609 Perneal
Augusta, GA 30904
(404) 736-2315

DEBSIKDAR, NUPUR & JAGADISH C.
4546 Trappeurs Crossing
Tuscaloosa, AL 35405
(205) 556-3546

DESAI, PRATEEN & VIBHA
822 WESLEY DRIVE NW
ATLANTA, GA 30305
(404) 351-7882

DESHPANDE, N. U.
1122 State Street
Atlanta, GA 30318

DHRUV, Mrs. SUHAS
4279 LEHAVEN CIRCLE
TUCKER, GA 30084
(404) 493-7197

DUTTA, ARUN & MALLIKA
4217 DUNWOODY ROAD
Martinez, GA 30907
(706) 868-5373

DUTTA, M. C.
1041 STAGE ROAD
AUBURN, AL 36830
(205) 826-3921

DUTTA, RAJ K.
U D I Box # 787
Fitzgerald, GA 31750

FENTON, DR. J.
4040 Stone Cypher Road, NE
Suwanee, GA 30174

GANGULY, AMITAVA & INDRANI
511 Cambridge Way
Martinez, GA 30907
(706) 860-5586

GANGULY, PRABIR
1004 Bellreive Drive
Aiken, SC 29803

GHORAI, Dr & Mrs SUSHANTA
1430 MERIWETHER ROAD
MONTGOMERY, AL 36117
(205) 277-2848

GHOSH, KALPANA
1833 Penny Lane
Marietta, GA 30067

GHOSH, LEENA & DIPANKAR
5239 Jameswood Lane
Birmingham, AL 35244

GHOSH, MR & MRS. KANAI
213 MELVIN ROAD
MONROEVILLE, AL 36460

GHOSH, PARTHA
P.O.BOX# 1122 TUSKEGEE UNIVERSITY
TUSKEGEE, AL 36088

GUPTA, KIRITI
946 BINGHAM LANE
STONE MOUNTAIN, GA 30083
(404) 296-7244

GUPTA, MUKUT & BULA
107 BATTERY WAY
PEACHTREE CITY, GA 30269
(404) 487-9877

GUPTA, SABYASACHI
5571 VANTAGE POINT ROAD
COLUMBIA, MD 21044
(301) 740-4367

KADABA, PRASANNA V.
1071 Parkland Run
Smyrna, GA 30082

KAKATI, MANJULA & NABAJYOTI
1029 Valley Forge Road
Tuscaloosa, AL 35406

KAPAHI, SUNIL & RITA
4642 DELLROSE DR.
DUNWOODY, GA 30338
(404) 394-1851

LAHIRI, MANIKA & SAMIR
904 BURLINGTON DRIVE
EVANS, GA 30809
(706) 868-5527

LAHIRI, PRANAB & JAYANTI
1742 RIDGECREST CT.
ATLANTA, GA 30307
(404) 378-0315

LAHIRI, YASHO
174 Pacific Street #2C
Brooklyn, NY 11201

LASKAR, DR. RENU
112 E BROOK WOOD DR.
CLEMSON, SC 29631
(803) 654-2724

MAHALANABIS, SUSHMITA & JAYANTA
1512 Moncrief Circle
DECATUR, GA 30033
(404) 908-2188

MAITI, SUMITA & BISWAJIT
105 College Station Road
Athens, GA 30605

MAJUMDAR, KRISHNA & ALOK K.
2610 Fauelle Circle
Huntsville, AL 25801

MAZUMDAR, CHAITALI & ASHOR ROY
2000 Woodlake Dr. #201
Palm Bay, FL 32905

MISHRA, ARTI & SOMNATH
287, 14th Street N.W. Apt# 7
Atlanta, GA 30318
(404) 872-1895

MITRA, DR. A.
706 Patrick Road
AUBURN, AL 36830
(205) 887-8111

MITRA, REKHA & DR. SAMARENDRA
1366 EMORY ROAD
ATLANTA, GA 30306
(404) 378-9850

MITRA, SHARMILA & PRASANTA
1909 Crapenyrtle Green
Huntsville, AL 35803

MITRA, STEPHANIE & KIN
135 Spalding Ridge Way
Dunwoody, GA 30350
(404) 396-4922

MUKHERJEE, DR. HARSHA N.
1505 E. 7th STREET
COOKEVILLE, TN 38501
(615) 526-5936

MUKHERJEE, DR. NANDALAL & MAYA
3320 Rock Creek Drive
REX, GA 30273

PUJARI : ATLANTA : MEMBERS DIRECTORY - 1994

MUKHERJEE, PARTHA & SREELEKHA
2045 PHEASANT CREEK DR.
MARTINEZ, GA 30907
(706) 860-1332

MUNSHI, DR. MOINUDDIN
2010 CURTIS DRIVE, APT L - 4
ATLANTA, GA 30319

PADHYE, ARVIND & SUDHA
2956 WIND FIELD CIRCLE
TUCKER, GA 30084
(404) 939-1478

PATHAK, DR. N.
324 Seminole Dr.
Montgomery, AL 36117

PAUL, PRAN & KAKOLI
917 Burlington Court
EVANS, GA 30809
(706) 860-3121

PUROKAYASTHA, JOYDEEP
1721 North Decatur Road, Apt #711
Atlanta, GA 30307

RAKKHIT, KALPANA
63 Suffolk Road
Aiken, SC 29803

RAO, GIRIRAJ & CAROLINA
705 NILE DRIVE
ALPHARETTA, GA 30201
(404) 993-5263

RAY, APURBA & KRISHNA
1276 VISTA VALLEY DRIVE NE
ATLANTA, GA 30329
(404) 325-4473

RAY, DILIP & KRISHNA
3404 LOCHRIDGE DR.
BIRMINGHAM, AL 35216
(205) 979-5968

RAY, PRATIMA & TAPAS
45 Bradley Street
Clemson, SC 29631

RAY, RATNA
2008 University Boulevard
Birmingham, AL 35233
(205) 975-1823

ROY, BAIDYA N. & BHARATI
710 Whittington's Ridge
Evans, GA 30809
(706) 868-8233

SACHDEVA, K. L.
5077 NORTH REDAN CIR
STONE MOUNTAIN, GA 30088

SAHA, JIT
27404 Georgia Tech Station
Atlanta, GA 30332
(404) 676-1082

SAHA, RAMA & ANUJ
610 Spring Creek Lane
Martinez, GA 30907

SAHA, RIMA & SUSHANTA
3470 Vicki Court
Duluth, GA 30136

SAM, SAM
1230 Terramont Drive
Roswell, GA 30076
(404) 992-7098

SAMADDAR, SUJIT & GITA
186 Stone Mill Drive
Martinez, GA 30907
(404) 868-9936

SARKAR, SUSHMITA & SUBHASHISH
1002 Healey Apt., 300 Home Park Ave
Atlanta, GA 30318

SEN, DR. JAYANTA & SANTA
4524 Amanda Lane
Evans, GA 30809
(706) 863-8450

SEN, SUZANNE & AMITAVA
945 Nottingham Drive
AVONDALE ESTATES, GA 30002
(404) 294-6060

SENGUPTA, KRISHNA & SUHAS
1692 MONCRIEF CIR.
DECATUR, GA 30033
(404) 934-3229

SENGUPTA, MINATI & MRIDUL
208 Queen Bury Drive #4
Huntsville, AL 35802

SENGUPTA, SAIBAL
3111 Waterfront Club Drive
Lithia Springs, GA 30057
(404) 819-1213
SHARMA, KANIKA & ABANI
12302 Braxted Drive
Orlando, FL 32821

SINGH, MRS. MEENA
2403 OLD CONCORD ROAD APT# 301D
SMYRNA, GA 30052
(404) 438-7705

SINHA, UDAY
145 CAMP DRIVE
CARROLTON, GA 30117
(404) 834-8252

SRIVASTAVA, NEETA & APURVA
2602 Noble Ridge Drive
Dunwoody, GA 30338
(404) 452-0693

TALUKDAR, BAREN & GITANJALI
119 Sigman Place
Martinez, GA 30907
(404) 868-7933

TALUKDAR, PAULA & PRADIP
3032 Preston Station
Hixon, TN 37343

VIRDI, PARAMJIT SINGH
2550 Akers Mill Road #E-31
Atlanta, GA 30339

WATT, P. LALI & IAN
811 Chilton Lane
Wilmette, IL 60091